এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
# একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ ধর্মান্তকরণ রুখতে কড়া আইন আনছে রাজ্য, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
কলকাতা পুরসভার ক্যান্টিনের বেনিয়মেও নাম জড়াল কালীচরণের ৩

কলকাতা ২৮ জুন ২০২৬ ১৪ আষাঢ় ১৪৩৩ রবিবার বিংশ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.06.2026, Vol. 20 Issue No.18, 8 Pages, Price 3.00

## বিশ্বকাপ

**আজকের খেলা**

আলজেরিয়া বনাম অস্ট্রিয়া
(ভারতীয় সময় সকাল ৭:৩০ )
জর্ডন বনাম আর্জেন্টিনা
(ভারতীয় সময় সকাল ৭:৩০ )

**গতকালের ফলাফল**

বেলজিয়াম -৫ নিউজিল্যান্ড- ১
ইরান -১ মিশর- ১

সুরভি ম্যানসন্
A trusted jewellers
গড়িয়াহাট-গড়িয়া-সোনারপুর বাজার
9163683241

## তোলাবাজি, শ্লীলতাহানির দায়ে ধৃত আরও এক কাউন্সিলর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** তোলাবাজি, শ্লীলতাহানির অভিযোগে কলকাতা পুরসভার আরও এক প্রাক্তন কাউন্সিলরকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সার্ভে পার্কের তৃণমূল নেতা তারকেশ্বর চক্রবর্তী কলকাতার ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন। এ ছাড়া, পুরসভার ১১ নম্বর বরোর চেয়ারম্যানও ছিলেন তারকেশ্বর। শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে।

তারকেশ্বরের বিরুদ্ধে মোট দু'টি এফআইআর ছিল সার্ভে পার্ক থানায়। তিনি গরফা-সন্তোষপুরের কালীকুমার মজুমদার রোডের বাসিন্দা। ১০৫ নম্বর এফআইআর-এ এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া, অবৈধভাবে কাজে বাধা দেওয়া, আঘাত করা, সম্পত্তির ক্ষতি, বিবস্ত্র করার উদ্দেশ্যে মহিলার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ, ভয় দেখানো, চুরি এবং অনধিকার প্রবেশের মতো ধারাও তাঁর বিরুদ্ধে যুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থাৎ, ১০৬ নম্বর এফআইআরটিতে রয়েছে তোলাবাজির অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, তারকেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল সার্ভে পার্ক থানায়। গত ২৩ জুন তার ভিত্তিতে দু'টি এফআইআর করা হয়। বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে তৃণমূলের ভরাডুবির পর থেকেই দিকে দিকে পুরসভাগুলিতেও ভাঙন দেখা দেয়। কলকাতার পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে। পদত্যাগ করেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সরকার বদলের পর থেকে একাধিক কাউন্সিলরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, জোরজুলুমের অভিযোগ রয়েছে। সেই তালিকায় এ বার যোগ হল ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডের তারকেশ্বরের নামও।

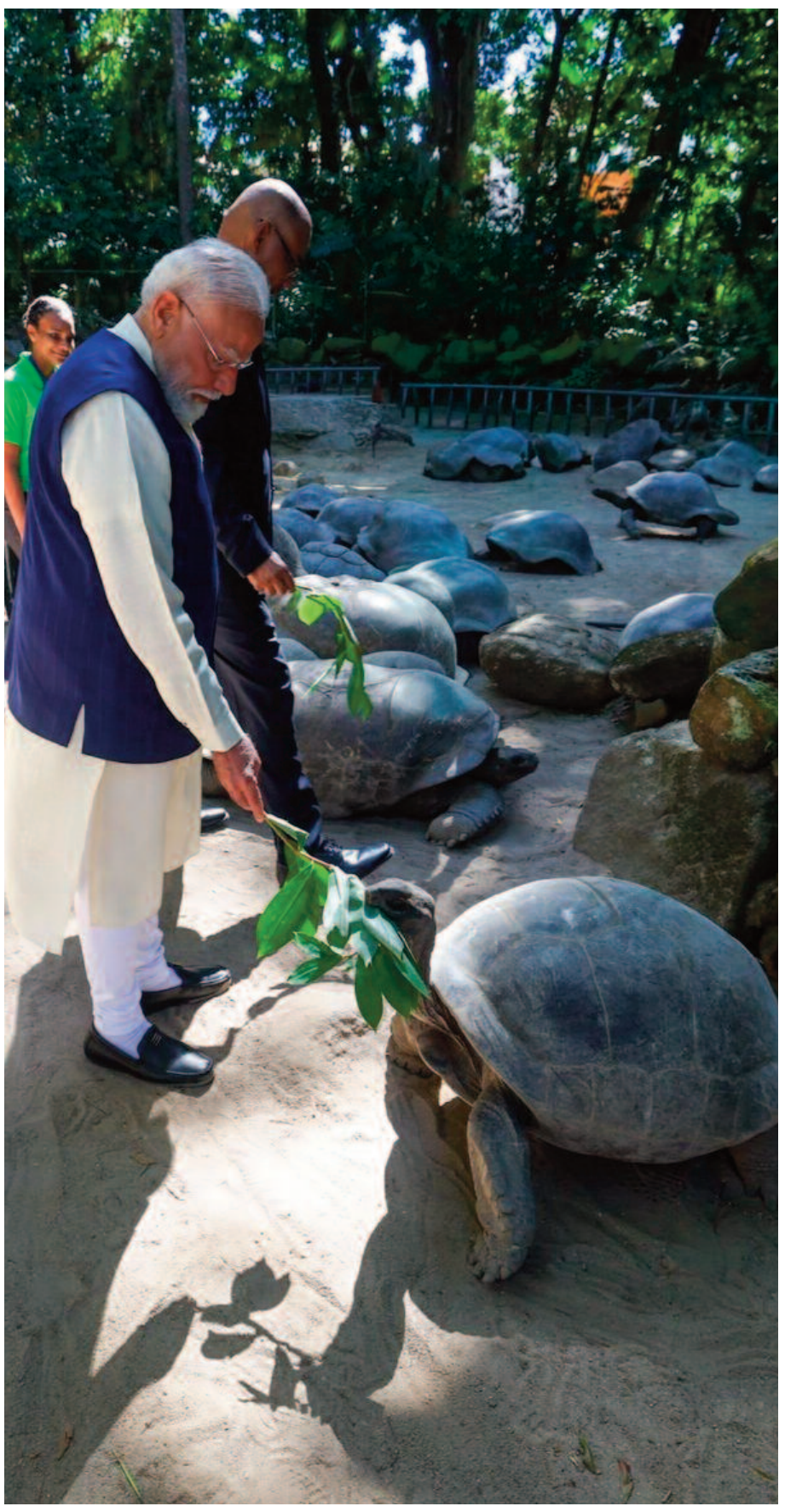

সেশেলসের ন্যাশনাল বোটানিকাল গার্ডেনে অ্যালডেবরা প্রজাতির বিশাল কচ্ছপদের সঙ্গে শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রজাতির কচ্ছপদের পাতাও খাওয়ান তিনি। সঙ্গে ছিলেন সেশেলসের প্রেসিডেন্ট ড. প্যাট্রিক হারমিনি।

## সেশেলস সফরে প্রধানমন্ত্রী

**ভিক্টোরিয়া, ২৭ জুন:** সেশেলস সফর শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সেদেশে গিয়ে পৌঁছেছেন তিনি। আগামী ২৯ জুন পর্যন্ত সেশেলস সফর করবেন তিনি। দ্বীপরাষ্ট্রে পৌঁছেই সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের উষ্ণ অভ্যর্থনা পান তিনি। এই সফরে নানা কূটনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি এক বিশেষ কর্মসূচিও রয়েছে মোদীর।

এদিন সেশেলস ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন পরিদর্শন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান। সেখানে অ্যালডেবরা প্রজাতির বিশাল কচ্ছপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রজাতির কচ্ছপদের পাতাও খাওয়ান তিনি। সঙ্গে ছিলেন সেশেলসের প্রেসিডেন্ট ড. প্যাট্রিক হারমিনি। পরে বৃক্ষরোপণও করেন। জানা গিয়েছে, এই বিশেষ কর্মসূচির পর সেশেলসের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকও করেন মোদী। সেশেলস ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন সফর ছিল প্রধানমন্ত্রী মোদীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। সেখানে গাছ লাগিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা দেন তিনি। এই সফরে ভারত ও সেশেলসের মধ্যে সামুদ্রিক নিরাপত্তা, ব্লু ইকোনমি, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি-সহ একাধিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, এই সফরে মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে সেশেলস-এর প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক হারমিনির। দুই দেশের সম্পর্ক ও সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন তাঁরা। সেশেলস-এর জাতীয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনেও অংশ নেবেন মোদী। ওই অনুষ্ঠানে ভারতীয় সেনার এক বিশেষ দল এবং ভারতীয় নৌসেনার দু'টি যুদ্ধজাহাজ অংশগ্রহণ করবে।

২০১৫ সালে শেষবার এই দ্বীপরাষ্ট্রে এসেছিলেন মোদী। সেই সময় তিনি সদ্য দেশের প্রধানমন্ত্রীর মসনদে বসেছেন। প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় পরে তাঁর সেশেলস সফরে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে মজবুত করতে ও নয়া দিশা দেখাতে এই সফর বিশেষ ভূমিকা নেবে, নিশ্চিত তারা।

## ‘যেখানেই থাকুক, গ্রেপ্তার করুন’

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বাগনানে নিহত বিজেপি কর্মী প্রশান্ত দে-র বাড়িতে শনিবার যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান তিনি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, প্রথম দিন থেকেই তিনি গোটা ঘটনার উপর নজর রেখেছেন।

**মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ঘটনার দিনই আমি জেলা পুলিশ সুপার, ডিজিপি এবং পরে স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম, এই ঘটনার তদন্তে কোনও ঢিলেমি চলবে না। সেই দিনই সিআইডিকে তদন্তভার দেওয়া হয়েছে।' তিনি জানান, 'ইতিমধ্যেই ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি, বাকি ৪১ জন অভিযুক্ত যেখানেই থাকুক, তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। কাউকে ছাড়া হবে না।'**

**প্রশান্ত দে-র পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দুর্যোগ ত্রাণ তহবিল থেকে ৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে আরও ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। তবে টাকা দিয়ে একজন মানুষের প্রাণের ক্ষতি পূরণ করা যায় না।'**

## বাগনানে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

তিনি আরও জানান, 'নিহতের ২২ বছর বয়সি মেয়েকে সরকারি বিডিও অফিসে চুক্তিভিত্তিক চাকরি দেওয়া হয়েছে। সরকারি নিয়ম মেনে তাঁকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে তাঁর বিষয়টিও আমরা দেখব।'

পাশাপাশি অভিযুক্তদের দ্রুত শাস্তির দাবি জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'চার্জশিট দ্রুত জমা দিতে হবে। দ্রুত বিচার শুরু করতে হবে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় যে শাস্তির বিধান রয়েছে, তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ করা হবে।' আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কড়া বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আইনের বাইরে কাউকে কিছু করতে বলব না। কিন্তু আইনে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে, সবই নেওয়া হবে। এই রাজ্যে এখন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'এটা রাজনীতি, ভোটব্যাঙ্ক বা ধর্মের বিষয় নয়। অপরাধ করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আইন সবার জন্য সমান।'

## দোষী হলে গ্রেপ্তার নয় কেন? মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ কুণালের

# ফিরহাদেরও বিরুদ্ধে রুজু এফআইআর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** তারাতলার ঘটনায় গাফিলতি ও ত্রুটিপূর্ণ নকশায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার অভিযোগে এবার কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হল তারাতলা থানায়। শুধু ফিরহাদই নন, কলকাতা পুরনিগমের দুই কাউন্সিলর আনোয়ার খান এবং শামস ইকবালের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির শ্রমিক সংগঠন 'ভারতীয় জনতা মজদুর সেল'। তারাতলা থানায় দায়ের করা অভিযোগে মূলত চারটি সুনির্দিষ্ট দাবি সামনে রেখেছে ভারতীয় জনতা মজদুর সেল। যার মধ্যে রয়েছে, প্রাক্তন মেয়র ও কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত শুরু করতে হবে।

একইসঙ্গে তাঁদের দাবি, এই বেআইনি নির্মাণ এবং বহুতল ধসের জেরে এতগুলি শ্রমিকের মৃত্যুর জন্য দায়ী সমস্ত নেপথ্য কারিগরকে চিহ্নিত করতে হবে। এখানেই শেষ নয়, এর পাশাপাশি প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ৮০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আনোয়ার খান এবং ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শামস ইকবালকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে আইন অনুযায়ী কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জিও জানানো হয়েছে এই অভিযোগে। সঙ্গে এও বলা হয়েছে, ওই এলাকায় থাকা এই ধরনের অন্যান্য সমস্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও বেআইনি নির্মাণগুলি দ্রুত পরিদর্শন করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এমন প্রাণহানির পুনরাবৃত্তি রোধ করা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই দাবি করেছিলেন, ওই ভবনের প্ল্যান অনুমোদনের নথিতে ফিরহাদ হাকিমের সই রয়েছে। এর মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীকেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

কুণাল ঘোষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কাগজ দেখিয়ে বলেছিলেন, ফিরহাদ হাকিমের সই রয়েছে। যদি তিনি দোষী হন, তাহলে তাঁকে কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না?' তিনি আরও বলেন, 'আজ বিকেলে ঋতব্রতদের বৈঠক রয়েছে। যদি দেখা যায় ফিরহাদ হাকিম সেখানে কাউন্সিলরদের নিয়ে যাচ্ছেন, তাহলে বুঝব তাঁকে গ্রেপ্তার করার কোনও সদিচ্ছা নেই।'

কুণালের কথায়, 'যদি ফিরহাদ হাকিমকে দিয়ে কুনকি হাতির কাজ করানো হয়, অর্থাৎ তাঁকে ব্যবহার করে কাউন্সিলরদের ভাঙানোর চেষ্টা করা হয়, তাহলে বুঝব সরকারের কোনও সদিচ্ছা নেই। আর যদি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহলে বুঝব মুখ্যমন্ত্রী হৃদয় থেকে কথাটা বলেছিলেন।'

## তারাতলায় উদ্ধারকাজ শেষ, মৃত বেড়ে ১৭

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বুধবার দুপুরে তারাতলার নির্মীয়মাণ গোডাউনে ভেঙে পড়েছিল তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে। বিল্ডিংয়ের ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ১৭ শ্রমিকের। ওই দিন দুপুর থেকেই উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেনা-এনডিআর টিম, দমকল বাহিনী। বিপর্যয়ের ৭২ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে শনিবার। এরপরই ধীরে ধীরে ঘটনাস্থল ছাড়তে শুরু করেন উদ্ধারকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধারকাজ আপাতত শেষ। তবে উদ্ধারকাজ শেষ হলেও ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ। বিপর্যয় নেপথ্যের কারণ খুঁজতে, ঘটনাস্থলে রয়ে যাওয়া নমুনাই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তদন্তকারীদের হাতে। তাই প্রমাণ অক্ষত রাখতেই তারাতলার ধ্বংসস্তূপে কড়া পাহারা দিচ্ছে পুলিশ।

এদিকে লালবাজার সূত্রে খবর, বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানে কলকাতা পুলিশের ফরেনসিক টিম পরিদর্শনে যাবে ঘটনাস্থলে। তারপরই শুরু হবে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ। ইতিমধ্যেই তারাতলায় নির্মাণকাজের সময় দুর্ঘটনার ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার। যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ কুমার সিন্‌হাকে কমিটির চেয়ারম্যান করে ১১ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে কলকাতা পুরসভা, পুলিশ, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, পিডব্লুউডি-সহ একাধিক দপ্তরের প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছে।

# আগামী বছরের শুরুতেই ভারতে ট্রাম্প

**নয়াদিল্লি, ২৭ জুন:** সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী বছরের শুরুতেই ভারতে আসতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও এমনই আশা প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গেই তিনি জানিয়েছেন, ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত 'চমৎকার'।

উল্লেখ্য, এর আগে শেষবার ট্রাম্প ভারতে এসেছিলেন ২০২০ সালে। পরবর্তী সময়ে তাঁকে হারিয়ে মার্কিন মসনদে বসেন জো বাইডেন। কিন্তু ফের ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে শুরু হয় ট্রাম্পের দ্বিতীয় ইনিংস। ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পরই তাঁর 'শুল্কবোমা'য় অস্বস্তি বাড়ে ভারতের। প্রশ্ন ওঠে, ট্রাম্পের আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি কেন? এহেন পরিস্থিতিতে এখনও হয়নি বাণিজ্য চুক্তিও। এবার কি বরফ গলবে? আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে ওয়াকিবহাল মহল।

ওয়াশিংটন ডিসিতে সংবাদ সংস্থা আইএএনএসের সঙ্গে কথা বলার সময় এই বছরের শেষে নয়াদিল্লির প্রস্তুতি দেখতে আসবেন তিনি। মার্কো জানিয়েছেন, 'আগামী বছরের শুরুর দিকে প্রেসিডেন্টের

ভারতে আসার বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমার মতে, এটা অত্যন্ত ইতিবাচক একটি বিষয়। ভারত আমেরিকার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অংশীদার। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের মধ্যের সম্পর্কও অত্যন্ত নিবিড়, যা কূটনীতির ক্ষেত্রে সত্যিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

ফ্রান্সে আয়োজিত জি-৭ সম্মেলনের ফাঁকেই পার্শ্ববৈঠকে মুখোমুখি হন ট্রাম্প ও মোদী। সেই সম্মেলনের এক পর্যায়ে মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। দাবি করেন, মোদী শান্ত ও স্থিতধী। তাই ট্রাম্পকে নয়, সকলের নজর থাকুক মোদীর দিকেই। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী যেমন শান্ত, স্থিতধী এবং অত্যন্ত দক্ষ ও কঠোর, আমি কিন্তু তেমন নই। ওঁর দিকেই তাকান আপনারা।'

# কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এশিয়ার সেরার আসনে ফেরাতে উদ্যোগ অর্থমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আবার দেশের প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে সরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগোবে বলে জানালেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। শনিবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মৃতিপক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, শুধু অর্থ বরাদ্দ বাড়ালেই কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন হয় না, তার জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা এবং কার্যকর উদ্যোগ।

এদিন অর্থমন্ত্রী বলেন, এক সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত ছিল। আজ সেই অবস্থান অনেকটাই হারিয়ে গেছে। আমাদের লক্ষ্য, ধাপে ধাপে সেই গৌরব ফিরিয়ে আনা।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যের উন্নয়ন বলতে শুধু শিল্প বা ব্যবসার প্রসারকে বোঝালে হবে না। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই পরিবর্তনের অন্যতম কেন্দ্র হতে পারে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কম বরাদ্দ নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাবে স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, অর্থ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। কোথায় কীভাবে খরচ হবে, তার পরিকল্পনা আরও জরুরি। বর্তমান বাজেট মাত্র আট মাসের। পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ বাজেটে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন উপাচার্য



শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানও স্মরণ করেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, তাঁর সমাবর্তন ভাষণ নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস জানলে ভবিষ্যতের পথও স্পষ্ট হবে।

এই বিষয়ে শনিবার উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ জানান, স্বাধীনতার পর বিভিন্ন উপাচার্য এবং সমাবর্তনের অতিথিদের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ সংকলন করে বই প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবি সংরক্ষণের উদ্যোগও করা হবে। রাজ্য সরকারের দাবি, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় ঘটিয়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে।



মধ্য হাওড়া বুড়ো শিবতলায়, আমরা কজন ক্লাবের উদ্যোগে রক্ষা কালী পুজোর আয়োজন। উদ্বোধন করেন চলচ্চিত্র অভিনেত্রী পুলকিতা ঘোষ।

# চিংড়িঘাটায় জোরকদমে মেট্রোর কাজ, ১২০ ঘণ্টা বন্ধ উড়ালপুল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের চিংড়িঘাটা অংশে শেষ পর্যায়ের গার্ডার বসানোর কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা এই কাজ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ৩২৫ থেকে ৩২৭ নম্বর পিলারের মধ্যে গার্ডার জোড়ার কাজের জন্য চিংড়িঘাটা উড়ালপুল মোট দু'দফায় ১২০ ঘণ্টা বন্ধ রাখা হচ্ছে।

প্রথম দফায় ২৬ জুন রাত ৮টা থেকে ২৯ জুন সকাল ৮টা পর্যন্ত উড়ালপুল বন্ধ রাখা হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় দফায় ৩ জুলাই রাত ৮টা থেকে ৬ জুলাই সকাল ৮টা পর্যন্ত ফের উড়ালপুল বন্ধ রেখে কাজ হবে।

যানজট এড়াতে কলকাতা পুলিশ বিশেষ ট্রাফিক ব্যবস্থা করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরমুখী যানবাহনগুলিকে বেলেঘাটা মেন রোড ও ইএম বাইপাস সংযোগস্থল থেকে ব্রডওয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, এই গার্ডার বসানোর কাজ শেষ হলে নির্মীয়মাণ গৌর কিশোর ঘোষ মেট্রো স্টেশনের সঙ্গে সংযোগ তৈরি হবে।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, লক্ষ্য ডিসেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে রুবি থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত বাণিজ্যিক মেট্রো পরিষেবা চালু করা। পরিষেবা চালু হলে সেক্টর ফাইভ স্টেশনে



ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর সঙ্গে যাত্রীদের ইন্টারচেঞ্জের সুবিধা মিলবে।

**শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে বছরভর কর্মসূচি রাজ্য সরকারের, জারি বিজ্ঞপ্তি:** ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী পালনের কর্মসূচি গোটা বছর ধরে পালন করার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। গোটা রাজ্যের সব জেলা সদর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা পালনের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষা, জন পরিষেবা এবং দেশ গড়ার কাজে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা জানানো হবে নতুন প্রজন্মকে।

## লায়ন্স ক্লাব হাওড়ার পরিচালনায় যাদুবেড়িয়া হাসপাতাল এখন অত্যাধুনিক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** লায়ন্স ক্লাব অফ হাওড়া দ্বারা পরিচালিত যাদুবেড়িয়া হাসপাতাল এখন অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সজ্জিত। শুক্রবার, লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালের সভাপতি লায়ন এপি সিং, অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সজ্জিত একটি অপারেশন থিয়েটার সহ বিভিন্ন নতুন ইউনিটের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

এই অনুষ্ঠানে কার্যক্রম পরিচালনা করেন সভাপতি লায়ন বিনীত জৈন, যিনি সকল অতিথি ও সদস্যদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন, আমরা যে আধুনিক হাসপাতালটি দেখছি, তা হাসপাতালের চেয়ারম্যান লায়ন বিজয় জৈন এবং



লায়ন হীরা বাগদার অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফল। তাঁদের নিষ্ঠার কারণে, এই হাসপাতালটি প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্য যেকোনো আধুনিক হাসপাতালের চেয়ে কম নয়।

সভাপতি লায়ন বিনীত জৈন আরও বলেন, এটি আমার জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত যে আমার কার্যকালে এই হাসপাতালটি অত্যাধুনিক মর্যাদা অর্জন করতে পেরেছে। আমার প্রায় এক বছরের কার্যকালে আমি লায়ন্স ক্লাবের প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিত ছিলাম এবং এই নিষ্ঠা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে লায়ন প্রামিল রুংটা, লায়ন পবন পরশরামপুরিয়া, লায়ন নিশি জৈন, লায়ন পিএল শাহ, লায়ন হীরালাল বাগদা, লায়ন মুকেশ জৈন, লায়ন বালেশ বাগরি এবং ক্লাবের অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

## নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন কলকাতাকে নির্বাচিত করল স্টাডি পার্টনার হিসেবে



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভারতীয় উচ্চশিক্ষা ও আন্তর্জাতিক আকাডেমিক সহযোগিতায় ইআইআইএলএম কলকাতা বরো অফ ম্যানহাটন কমিউনিটি কলেজ, সিটি ইউনির্ভাসিটি অফ নিউইয়র্ক দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে পছন্দের স্টাডি পার্টনার সংস্থা হিসেবে। অনুষ্ঠানটি শুরু হয়েছে ২৩ জুন চলবে ৮ জুলাই পর্যন্ত। অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ইআইআইএলএম কলকাতা সেন্টার ফর লিডারশিপ অ্যান্ড এথিকস। ঐতিহ্যগতভাবে, ভারতের শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা, ইন্টার্নশিপ এবং বিদেশে কর্মজীবনের সুযোগের সন্ধানে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গিয়ে থাকে। তবে, এই অনুষ্ঠানের ফলে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে, যেখানে একটি স্বনামধন্য আমেরিকান প্রতিষ্ঠান কলকাতাকে স্টাডি পার্টনার হিসেবে বেছে নিয়েছে।

# এক মঞ্চে ১৪ গ্রন্থের প্রকাশ, আলোচনায় রাঢ়ভূমি ও চর্যা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতার স্বামী বিবেকানন্দের পৈত্রিক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থলে এক অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হল ১৪টি নতুন গ্রন্থ। 'ঘরে বাইরে' প্রকাশনার উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সাহিত্য, ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতিভিত্তিক একাধিক বই প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনায় আসে সংগীতশিল্পী ও গবেষক রুমা মজুমদার নাগের গবেষণাগ্রন্থ 'চর্যার সূতিকাগার রাঢ়ভূমিই ঝুমুর ও সহজিয়ার উৎসস্থল'। এছাড়াও প্রকাশিত হয় অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'যীশু ঘুমিয়ে কাশ্মীরে', সুনিপম মহাকুলের 'জন্ম তব কোন মহাকুলে'-সহ আরও কয়েকটি গ্রন্থ।

দীর্ঘদিনের গবেষণার ভিত্তিতে রুমা মজুমদার নাগ তাঁর বইয়ে রাঢ়ভূমি, চর্যাপদ, ঝুমুর এবং সহজিয়া সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের অনুসন্ধান করেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকসংগীত শিল্পী ও গবেষক



শুভেন্দু মাইতি, স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজি মহারাজ, ড. দিব্যজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, গবেষক সমুদ্র বসু, প্রকাশক স্বপন বসাক, সুদীপ ভট্টাচার্য, সাংবাদিক অনিলাভ চ্যাটার্জি-সহ বিশিষ্টজনেরা। গবেষণাধর্মী এই গ্রন্থকে ঘিরে সাহিত্য ও সংস্কৃতিমহলে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

# আম-কাঁঠালের টানে দু'মাস ধরে গ্রামেই ডেরা হাতির, নষ্ট ধানখেত, আতঙ্কে বাসিন্দারা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** আম-কাঁঠালের মরশুম শেষের মুখেও জঙ্গল ছেড়ে গ্রাম ছাড়তে চাইছে না হাতির দল। ফলের লোভে প্রায় দু'মাস ধরে একই বিট এলাকায় ঘোরাফেরা করছে তারা। কখনও ধানখেত তছনছ করছে, কখনও গভীর রাতে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করছে। ফলে ঝাড়গ্রামের একাধিক গ্রামে চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বনদপ্তরের বিরুদ্ধে হাতি তাড়ানো ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

শনিবার বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের পুকুরিয়া বিট এলাকার শিমূলডাঙা গ্রামে দুই থেকে তিনটি হাতির একটি দল ঢুকে চারা ধানের জমিতে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। ধান খাওয়ার পাশাপাশি পায়ে মাড়িয়ে বিস্তীর্ণ ধানতলা নষ্ট করে দেয় তারা। এতে একাধিক কৃষকের বড়সড় ক্ষতি হয়েছে।

বনদপ্তরের দাবি, পুকুরিয়া বিটের শিমূলডাঙা, আঁধারিশোল, পুকুরিয়া, কুণ্ডলডিহি-সহ সংলগ্ন গ্রামগুলিতে প্রচুর আম ও কাঁঠাল গাছ রয়েছে। সেই ফলের গন্ধেই হাতির দল দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় অবস্থান করছে এবং জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছে না। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে একই এলাকায় হাতির দল ঘুরে বেড়ালেও বনদপ্তর কার্যকরভাবে হাতি তাড়ানোর কোনও উদ্যোগ নেয়নি। শুধু রাতেই নয়, দিনের বেলাতেও গ্রামের বাঁশঝাড়, কাজুবাগান এবং বসতবাড়ির আশপাশে হাতিগুলিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। ফলে চাষের কাজ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনযাপন;সব ক্ষেত্রেই আতঙ্কে রয়েছেন গ্রামের মানুষ।

কৃষকদের আশঙ্কা, এভাবে হাতির আনাগোনা চলতে থাকলে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ, বারবার বনদপ্তরকে জানানো হলেও পুকুরিয়া বিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত বন আধিকারিকদের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের এখনও সরকারি ক্ষতিপূরণও মেলেনি বলেও অভিযোগ উঠেছে।



এদিকে একই রাতে সাঁকরাইল ব্লকের বরডাঙা বিট এলাকার বড় গহিরা গ্রামেও খাবারের সন্ধানে একটি হাতি ঢুকে পড়ে। একটি মাটির বাড়ির দেওয়াল ভেঙে খাবারের খোঁজ করার চেষ্টা করে হাতিটি। সেই সময় বাড়ির সদস্যরা অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান। ঘটনায় গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বরডাঙা বিট এলাকাতেও বর্তমানে তিন থেকে চারটি হাতির বিচরণ রয়েছে। তবে বনদপ্তরের দাবি, হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি হাতির দলকে নিরাপদে জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করা হচ্ছে।


## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

**CHANGE OF NAME**

I **Sk Rofik** S/o Sk Mantaj residing at Vill- Sabra P.O.- Sabra. P.S.- Belda Dist. Paschim Medinipur Pin-721445 shall henceforth be known as Sk Rafik as declared in the court of Ld. JM (1st class) at Kharagpur vide affidavit no 8151 dated 24.06.26. Sk Rofik and Sk Rafik both are same and identical person.

**নাম-পদবী**

আমি AHAMMAD HOSEIN KHAN পিতা ALI HOSEIN KHAN ঠিকানা- গ্রাম ও পোষ্ট-ঝিকিরা, থানা-জয়পুর, জেলা- হাওড়া মহামান্য উলুবেড়িয়া নোটারি পাবলিক কোর্টের এফিডেভিট vide no-F 207/26 dated-১৬/০৬/২০২৬ মারফত ঘোষণা করছি যে, আমার বিভিন্ন নথিপত্রে থাকা বানান AHAMMAD HOSSAIN KHAN টি ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ AHAMMAD HOSEIN KHAN এবং AHAMMAD HOSSAIN KHAN এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

**।। বিজ্ঞপ্তি ।।**

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত মুলুক নিবাসী বিশ্বনাথ ঘোষ পিতা ৺রক্ষাকর ঘোষ জেলা বীরভূম থানা বোলপুর অন্তর্গত ১২৬ নং জে.এল. ভুক্ত গোবিন্দপুর মৌজাস্থিত এল.আর. ২৫০৯ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর. ৫৫৮ নং দাগের ২৮.৮০ শতক সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিমিত্ত সেখ মুজিবর, পিতা সেখ মুতালেব, সাকিম ও পোঃ- মুলুক, জেলা- বীরভূম-কে ADSR Bolpur অফিসের ২০২১ সালের ১ নং বহির ২৩৪১ নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে তাঁহার পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে সেখ মুজিবর গোবিন্দপুর মৌজার ২৫০৯ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর. ৫৫৮ নং দাগের ০৮ শতক সম্পত্তি বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত মুলুক নিবাসিনী আনজু মনোয়ারা বেগম দিগর-কে বোলপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসের ২০২১ সালের ১০১৪২ নং কোবালা দলিলমূলে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে এক মাস মধ্যে বোলপুর বি.এল. & এল.আর. অফিসে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন/রেকর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন অনুযায়ী হইবে।

Raghunath Dutta, Advocate
Bolpur Court, Birbhum

**নোটিশ**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শ্রী পুস্পেন্দু নিয়োগী পিতা প্রয়াত রঞ্জিত নিয়োগী, ৪.৭৫ ডেসিমেল তদস্থিত ২০০ বর্গফুট নির্মাণ, মৌজা- দিগসুই, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৯৬০, থানা : মগরা, জেলা -হুগলি, এবং কোনও পূর্ব সংযুক্ত দলিল স্বত্ব দলিল রেজিস্টার দলিল নং ০৬০৩০১১৭৩-২০২২ সালের এর সম্পূর্ণ মালিক এবং আধার হাউসিং ফিনান্স লিমিটেডের নিকট উক্ত সম্পত্তি বন্ধকদত্ত।
কোনও ব্যক্তির কোনও অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, দাবি বা অধিকার থাকলে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রামাণ্য নথি সহ লিখিতভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

**এস কে এস অ্যাডভোকেটস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এর পক্ষে**
**সুরশ্রী দাঁ**

**I, Seema Kumari Choudhury,** W/O Shri Krishna Chowdhury, residing at F.G. Road, Jay Shree Gate, P.O. & P.S. Khardah, Dist.: North 24 Parganas, Kolkata-700117, do hereby declare that in my daughter's Birth Certificate my daughter's name wrongly recorded **"Anjona Chowdhury"** in place of actual name **"Anjana Chowdhury"**. **"Anjana Chowdhury"** and **"Anjona Chowdhury"** is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Court Barrackpore, North 24 Parganas dt. 23.06.2026.

**শ্রেণিবদ্ধ**
**বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র**
**শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,**
**রেখা দাস**
নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর,
মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩

**বিজ্ঞপ্তি**

**In the 1st Court of Civil Judge (Sr. Divn.) Paschim Medinipur.**
**Ref:-Title Suit No.334/2010**
**শ্রী দিলীপ মন্ডল দীং ............বাদীগন**
**= বনাম =**
**শ্রীমতী মায়া রানী মন্ডল দীং ....বিবাদীগন**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইতেছে যে উপরোক্ত মোকর্দ্দমার ৩নং বাদী নান্টু মন্ডল, পিতা - ৺নিরঞ্জন মন্ডল, সাং- নরসিংপুর, পোঃ - বেনাপুর, থানা - খড়গপুর (লোকাল), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। গত ১৪.০১.২০২৫ তারিখ পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে তাঁহার একমাত্র পুত্র **শ্রী ভোম্বল মন্ডল**কে একমাত্র ওয়ারিশগন্যে পক্ষভুক্ত করা হইয়াছে। তিনি উপরোক্ত ঠিকানায় বসবাস করিতেন। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন। সেকারনে আদালতের আদেশানুসারে শ্রী **ভোম্বল মন্ডল,** পিতা- ৺নান্টু মন্ডল মহাশয়কে জানানো যাইতেছে যে আপনি যেখানেই থাকুন উপরোক্ত মোকর্দ্দমার ধার্য্য তারিখ অর্থাৎ ২১.০৭.২৬ তারিখে স্বয়ং বা মনোনীত আইনজীবী মারফৎ উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় হাজির হইবেন। অন্যথায় আপনার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য বাদীগনের দ্বারা মোকর্দ্দমা পরিচালিত হইবে।

অনুমত্যানুসারে
**সুপ্রিয় পাত্র (সেরেস্তাদার)**
সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন, প্রথম আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর। ২৪/০৬/২৬

**বিজ্ঞপ্তি**

**জেলা-হুগলী মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত**
**এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৬৬/২০২৪**

**দরখাস্তকারী- যমুনা হাজরা,** স্বামী- শ্রী তাপস হাজরা, সাকিম- গ্রাম ডুবিরভেড়ী, পোঃ- কারিচা, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী।
এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, মৃত **হারাধন হাজরা ওরফে হারুলাল হাজরা,** পিতা- মৃত সুধন্য হাজরা, সাকিম- গ্রাম- ডুবিরভেড়ী, পোঃ- কারিচা, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলীর স্থায়ী বাসিন্দা। উক্ত **মৃত হারাধন হাজরা ওরফে হারুলাল হাজরার** ত্যক্ত সকল প্রকার সম্পত্তির গত ইংরাজীর ২০/০৯/২০২১ তারিখে সম্পাদিত উইলের প্রবেট লইবার জন্য দরখাস্তকারিনী উক্ত মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র আদালত এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা ভারপ্রাপ্ত আইনজীবীর মাধ্যমে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় এই মোকর্দ্দমায় একতরফা শুনানী হইবে।

**SCHEDULE – A**
Dist. Hooghly, P.S. Polba, J.L. No. 88, Mouza-Dubirbheri, L.R. Khatian No. 1014.

| L.R. Dag No. | Nature of Land | Measuring of Land |
|---|---|---|
| 1028 | Doba | 02 satak |
| 1068 | Shali | 16 satak |
| 1070 | Shali | 17 satak |
| 1084/2148 | Shali | 04 satak |
| 1087 | Shali | 17 satak |
| 1088 | Suna | 16 satak |
| 1098 | Shali | 22 satak |
| 1100 | Shali | 07 satak |
| 1102 | Shali | 05 satak |
| 1250 | Shali | 14 satak |
| 17/2303 | Bastu | 02 satak |
| 217 | Shali | 28 satak |
| 225/2282 | Shali | 13 satak |
| 236 | Shali | 08 satak |

**Total measuring of land 171 Satak (1 Acre 71 Satak)**
দরখাস্তকারীর পক্ষে এ্যাডভোকেট
**প্রিয়াঙ্কা সিং মন্ডল (এ্যাডভোকেট)**
আদেশানুসারে
**জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার**
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, চুঁচুড়া, হুগলী।





## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ২৮শে জুন, ১৩ই আষাঢ়। রবিবার । চতুর্দশী তিথী। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা বিংশোত্তোরী বুধে র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা । ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্থা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

**বৃষ রাশি :** শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

**কর্কট রাশি :** অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

**কন্যা রাশি :** যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

**তুলা রাশি :** প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

**বৃশ্চিক রাশি :** আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

**ধনু রাশি :** আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

**মকর রাশি :** প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

**কুম্ভ রাশি :** শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

**মীন রাশি :** ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো

**(আজ সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। চম্পক চতুর্দশী তিথি।)**


**শ্রেণিবদ্ধ**
**বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র**

উত্তর ২৪ পরগনা

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
**সেখ আজাহার উদ্দিন,** বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৩৩৬

অ্যাড কানেক্সন
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেল- adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
**সবর্ণী চ্যাটার্জি,** ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
**প্রসেনজিৎ সামন্ত,** ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
**নিরঞ্জন পাল,** ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
**অমিতাভ বিশ্বাস,** ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৮ জুন ২০২৬, ১৪ আষাঢ় ১৪৩৩, রবিবার

# ধর্মান্তকরণ রুখতে কড়া আইন আনছে রাজ্য, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ধর্মান্তকরণ রুখতে পশ্চিমবঙ্গে কড়া আইন আনার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার কলকাতার রবীন্দ্র সদনে 'বন্দেমাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষা, অনুপ্রবেশ রোধ, লাভ জিহাদ, ভূমি জিহাদ এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) নিয়েও রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা ক্ষমতায় আসার পর বিএসএফের হাতে প্রয়োজনীয় সীমান্তভূমি তুলে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ ও সীমান্ত পাহারার জন্য আরও জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। ক্ষমতায় আসার পর আমাদের প্রথম লক্ষ্যই ছিল পশ্চিমবঙ্গকে সুরক্ষিত করা।

পাশাপাশি রাজ্যে অনুপ্রবেশ রোধ করতে সীমান্তবর্তী এলাকায় 'হোল্ডিং স্টেশন' তৈরি করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। এছাড়াও তিনি ঘোষণা করেন, চৈতন্যদেব, নেতাজি, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মাটিতে এই সব হবে না। জমি জিহাদ, লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন আনা হবে।

এদিন ফের ধর্মীয় নিপীড়নের

কারণে প্রতিবেশী দেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের অনুপ্রবেশকারী বলা যাবে না বলেও স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ধর্ম বাঁচানোর জন্য বা নিজের পরিচয়কে বাঁচানোর জন্য ওপার থেকে যারা এসেছেন, তাঁরা অনুপ্রবেশকারী নন। তিনি জানান, এই ধরনের শরণার্থীদের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর আওতায় নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া চলবে। এদিনের অনুষ্ঠানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার বিষয়েও সরকারের অঙ্গীকারবদ্ধ বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি বলেন, যারা দেশকে অপমান করে বা সেনাবাহিনীর অভিযানের বিরোধিতা করে, তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কঠোরতম অবস্থান নেবে।

# বিধাননগরে বিলাসবহুল ওয়ার্ড অফিস, মিলল খাট, বালিশ ও কন্ডোম-সহ নানা সামগ্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বিধাননগর পুরনিগমের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের কার্যালয় ঘিরে শনিবার তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ তালাবন্ধ থাকার পর কার্যালয়টি খুলতেই ভিতরের চিত্র দেখে চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে নবনির্বাচিত বিধায়ক ও রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর শারদ্বত মুখোপাধ্যায় শুক্রবার রাতে সেখানে পরিদর্শনে যান।

কার্যালয়ে ঢুকে দেখা যায়, সরকারি অফিসের বদলে সেটি প্রায় বিলাসবহুল ঘরের মতো সাজানো। একটি কক্ষে খাট, বালিশ, চাদর, মহিলাদের ড্রেসিং টেবিল, দামি সোফা এবং একাধিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র রয়েছে। অভিযোগ, সেখান থেকে কন্ডোম ও অন্যান্য গর্ভনিরোধক সামগ্রীও উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরেই নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না কেন সরকারি ওয়ার্ড অফিসে শয়নকক্ষ থাকবে। পরে সব বুঝতে পেরেছি। এমন জিনিস একটি জনপ্রতিনিধির কার্যালয়ে দেখাও পাপ। তাঁর অভিযোগ, জনগণের টাকায় তৈরি সরকারি পরিকাঠামোর অপব্যবহার হয়েছে। তাই পুরো ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশও সেখানে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। কার্যালয়ে পাওয়া বিভিন্ন সামগ্রী এবং নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে কারও বিরুদ্ধে অনিয়ম বা আইনভঙ্গের প্রমাণ মিললে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। শনিবার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কার্যালয়ের ভিতরের ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর বিষয়টি রাজ্য রাজনীতিতে বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে। বিরোধীরা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছে। অন্যদিকে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত মন্তব্য করতে রাজি নয় প্রশাসন।

# মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা অনুপম খেরের, বাংলায় অভিনয় শেখানোর স্কুল গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বলিউড অভিনেতা ও প্রযোজক অনুপম খের শুক্রবার কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সাক্ষ্যৎকার করার পরে সাংবাদিকদের তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গে সিনেমার শুটিং এবং অভিনয় শেখানোর স্কুল গড়তে রাজ্য সরকারের সহযোগিতার আশ্বাস পেয়েছেন।

অনুপম খের বলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেছি। উনি আমাকে সব রকমভাবে সহযোগিতা করবেন ছবি বানাতে এবং অভিনয় শিক্ষার স্কুল বানাতে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাংলার যে কোনও প্রান্তে শুটিং করতে পারব আমরা। উনি পাশে আছেন।

তিনি জানান, ২৬ বছর পর

আবার বাংলা ছবিতে প্রযোজনা করতে চলেছেন। তাঁর নতুন ছবির নাম 'শুরু থেকে শুরু'। এই ছবির মাধ্যমেই তিনি আবার বাংলা চলচ্চিত্রে ফিরছেন।

অনুপম আরও বলেন, 'অনুপম খের স্টুডিও' ২৬ বছর পরে আবার একটি বাংলা ছবি তৈরি করতে যাচ্ছে। ২৬ বছর আগে ঋতুপর্ণ ঘোষের 'বাড়িওয়ালি' বানিয়েছিলাম। এবার 'শুরু থেকে শুরু'। আমি এখানে অভিনয়ের স্কুলও তৈরি করতে চাই। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে শুভকামনা জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কাজের প্রশংসাও করেন অনুপম খের। তিনি বলেন, ক্ষুখ্যমন্ত্রী যে যে বদল বাংলায় আনতে চান, সেগুলি ভীষণ ভালো। বাংলাকে উনি প্রগতির দিকে নিয়ে যেতে চান। আমি বিশ্বাস করি, এটা সম্ভব। আমাদের সিনেমার নাম 'শুরু থেকে শুরু'। আমি মুখ্যমন্ত্রীকেও বললাম, আপনিও শুরু থেকেই শুরু করুন। আমাদের কাজেও আপনার সাহায্য চাই।

অনুপম খেরের এই সফরকে ঘিরে বাংলা চলচ্চিত্রে নতুন বিনিয়োগ এবং অভিনয় শিক্ষার পরিকাঠামো গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

# 'মণীশ গুপ্ত ফাইল' প্রকাশের দাবি প্রদেশ কংগ্রেসের, ২১ জুলাই শহিদ মিনারে সমাবেশের ঘোষণা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ২১ জুলাই ১৯৯৩-এর গুলিচালনার ঘটনায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব মণীশ গুপ্তের ভূমিকা সংক্রান্ত সমস্ত নথি প্রকাশের দাবি তুলল প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

শুভঙ্কর সরকার বলেন, মণীশ গুপ্ত ফাইল প্রকাশের জোরাল দাবি জানাচ্ছি। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব মণীশ গুপ্ত প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। ওই দিনের ঘটনাপ্রবাহ, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং গুলিচালনার পিছনের প্রকৃত সত্য জানার অধিকার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের রয়েছে। তাই সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার স্বার্থে এবং সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে 'মণীশ গুপ্ত ফাইল' অবিলম্বে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

এই দাবির পাশাপাশি ২১ জুলাই শহিদদের স্মরণে কর্মসূচিরও ঘোষণা করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। শুভঙ্কর সরকার জানান, ২১ জুলাই ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে 'শহিদ মিনার চল' কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

তাঁর কথায়, এই কর্মসূচি শুধু শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন নয়, একই সঙ্গে সংবিধান রক্ষা, ছাত্র-যুবদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা, শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ধারাবাহিক সংগ্রামের অঙ্গীকারও তুলে ধরবে।

এই বছরের ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচির প্রধান আহ্বায়ক করা হয়েছে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেস সভাপতি অমিতাভ চক্রবর্তীকে। তাঁর নেতৃত্বে শীঘ্রই একটি পূর্ণাঙ্গ আয়োজক কমিটি গঠন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

নিউটাউনের অর্গ্যানিক হাটে শুরু হল বঙ্গীয় আম উৎসব ২০২৬। ছবি: অদিতি সাহা

# অসুস্থ বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী, বাঙুর হাসপাতালে সম্পন্ন অস্ত্রোপচার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** অভিনেত্রী ও টালিগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী শনিবার একটি ছোট অস্ত্রোপচারের পর এখন বাড়িতে বিশ্রামে রয়েছেন। সকালে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার থেকে তাঁর সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা কয়েকটি ছবি ঘিরে অনুরাগী ও পরিচিতদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হলেও পরে নিজেই শারীরিক অবস্থার কথা জানান।

এই বিষয়ে তিনি জানান, তার ডান হাতের মধ্যমায় সংক্রমণ হওয়ায় কয়েক দিন ধরে ব্যথা বাড়ছিল। পরে আঙুল ফুলে যায় এবং সেখানে পুঁজ জমে। চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে মাইক্রোসার্জারির মাধ্যমে সংক্রমিত অংশের চিকিৎসা করা হয়। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে অস্ত্রোপচার চলে। বর্তমানে তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন।

অভিনেত্রী আরও জানান, অস্ত্রোপচারের পর আঙুলের অবশ ভাব কেটে গেলেও এখনও কিছুটা ব্যথা রয়েছে। তবে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। তাই খুব শিগগিরই বিধায়ক হিসেবে নিয়মিত কাজেও ফিরতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। যদিও কয়েকটি নির্ধারিত কর্মসূচি আপাতত স্থগিত রাখতে হয়েছে।

নিজের অসুস্থতা প্রসঙ্গে রসিকতার সুরে পাপিয়া বলেন, তাঁর জীবনে যখনই কোনও শারীরিক সমস্যা আসে, তা একটু বড় আকারই নেয়। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, কয়েক বছর আগে ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ সময় চিকিৎসাধীন থাকতে হয়েছিল। তবে এবারের সমস্যা তুলনায় অনেকটাই ছোট এবং নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

একই সঙ্গে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন পাপিয়া। তাঁর বক্তব্য, উন্নত চিকিৎসা পেতে সব সময় বেসরকারি হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। বাঙুর হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তাঁর চিকিৎসা করেছেন। জনপ্রতিনিধি হিসেবে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। তাঁর এই অভিজ্ঞতা সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো ও চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে ইতিবাচক আলোচনারও সুযোগ তৈরি করেছে।

# 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কারণ নেই'

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা ইউসিসি) নিয়ে বিজেপির অবস্থান বহুদিনের। শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে সেই অবস্থানই আবার স্পষ্ট করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

তিনি লিখেছেন, 'ভারতে ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে বিজেপির অবস্থান বহুদিনের এবং সুস্পষ্ট। এটি দলের নির্বাচনী ইস্তেহার ও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির অংশ। এখানে কোনো লুকোচুরি নেই, কোনো মুখোশের আড়ালও নেই।'

শমীক ভট্টাচার্যের আরও দাবি, পশ্চিমবঙ্গেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রয়োজন। তাঁর কথায়, 'আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার ও সমান কর্তব্য নিশ্চিত হওয়া উচিত। বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং দত্তক গ্রহণের

মতো নাগরিক বিষয়গুলিতে ধর্মভিত্তিক আলাদা ব্যক্তিগত আইনের বদলে একটি অভিন্ন আইন দেশের ঐক্য, ন্যায়বিচার এবং সাংবিধানিক সমতার আদর্শকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।'

তবে তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, এই আইন তপসিলি জনজাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তিনি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬৬(২৫) এবং ৩৪২-এর উল্লেখ করে লিখেছেন, 'তপসিলি জনজাতির সদস্যরা এই আইনের আওতার বাইরে থাকবেন। তাঁদের সংবিধান স্বীকৃত প্রথা, রীতি ও বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত থাকবে।'

# তামান্না-হত্যাকাণ্ডে এফআইআরে নাম থাকা প্রায় সব অভিযুক্ত গ্রেপ্তার, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লেখেন, তামান্নার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই আমাদের অগ্রাধিকার। সেই প্রতিশ্রুতি আমরা রক্ষা করছি।

তিনি কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের দ্রুত ও আইনসম্মত পদক্ষেপের প্রশংসা করে বলেন, তামান্নার শোকাহত মায়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের পর পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে, যাতে অভিযুক্তরা আইনের সর্বোচ্চ শাস্তির মুখোমুখি হয়।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এফআইআরে নাম থাকা প্রায় সব অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত কয়েক দিনে গুরগাঁও ও নাগপুর-সহ বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে আরও ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই দ্রুত পদক্ষেপ

স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে, আগের সরকারের সময় অপরাধীদের রাজনৈতিক পরিচয় দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হত এবং ভুক্তভোগীর রাজনৈতিক পরিচয়ও গুরুত্ব পেত। কিন্তু আমাদের সরকার সেই পথে হাঁটে না। মুখ্যমন্ত্রী আরও বার্তা দিয়ে লেখেন, আমরা 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

# ইকো পার্কে বসবে লেকটাউনের 'বিখ্যাত' মেসির মূর্তি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** এবার ইকো পার্কে বসানো হবে লেকটাউনের 'বিখ্যাত' লিওনেল মেসির মূর্তি। এমনটাই পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের বলে জানান রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিধাননগরের বিধায়ক শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের ছোট ছোট নিদর্শন রয়েছে ইকো পার্কে। সঙ্গে প্রচুর ফাঁকা জায়গাও রয়েছে। সেই ফাঁকা জায়গায় মূর্তিটি বসানো হবে। তবে বসানোর আগে মূর্তিটি মেরামত করা হবে। যাতে কোনও বিপর্যয় না হয়।

শনিবার খানিক রসিকতার সুরে শারদ্বত বলেন, 'এখনও অবধি মেসি শুয়ে রয়েছেন। রেস্ট নিচ্ছেন পিডব্লিউডি-তে। এরপর খানিকটা ওয়ার্ম আপ করিয়ে আমরা তাঁকে নিয়ে যাব ইকো পার্কে।' ওই মূর্তি নির্মাণের উদ্যোক্তা সুজিত বোসকে কটাক্ষ করে তাঁর বক্তব্য, 'বিশ্বকাপ আবহে সত্যিকারের মেসির মূর্তি বসালেই ভালো হত, যাই হোক।' আসলে মেসির মূর্তির নামে লেক টাউনে যেটি বসানো হয়েছিল, সেটা আদৌ মেসির মতো দেখতে কিনা, তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক-রসিকতা অতীতে হয়েছে। শনিবার যেন সেই বিতর্কই ফের উসকে দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, বিশ্বকাপের মধ্যেই ওই মূর্তিটি ইকো পার্কে স্থাপন করার চেষ্টা চলেছে।

# বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত ঘূর্ণাবর্তের জেরে অস্বস্তি দক্ষিণবঙ্গে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং মায়ানমার উপকূলে ঘূর্ণাবর্ত। রাজস্থান থেকে ওড়িশা পর্যন্ত মৌসুমি অক্ষরেখা যেটি ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশের উপর দিয়ে বিস্তৃত। এই দুই সিস্টেমের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প বেশি পরিমাণে ঢুকবে শনিবার থেকেই, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বঙ্গোপসাগরে ঘণীভূত ঘূর্ণাবর্তের জেরে জলীয় বাষ্প বেশি ঢোকায় অস্বস্তি দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায়। অন্যদিকে সোমবার পর্যন্ত দুর্যোগের আশঙ্কা উত্তরবঙ্গে। রেড অ্যালার্ট জারি উত্তরবঙ্গের জেলায়-জেলায়। তবে সোমবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। পাশাপাশি উত্তাল সমুদ্রের কারণে মৎস্যজীবীদের জন্য ৪৮ ঘণ্টার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, কলকাতায় সকাল থেকে আংশিক মেঘলা আকাশ নজরে আসার পাশাপাশি গরম এবং অস্বস্তি বজায় থাকবে। বজ্র বিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি, হালকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আগামী কয়েকদিন আংশিক মেঘলা আকাশ এবং বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, শনিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের তুলনায় ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। শুক্রবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের তুলনায় ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বাতাসে থাকবে ৭৬ থেকে ৯৯ শতাংশ। সঙ্গে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও বজায় থাকবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেলা বাড়লে ১০০ শতাংশেও পৌঁছে যেতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের কোনও কোনও জেলায় ফিল লাইক টেম্পারেচার ৫০ ডিগ্রি হতে পারে। কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের জেলায় বৃষ্টি না হলে অস্বস্তি সূচক ১১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বেশিরভাগ জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। এরপর সোমবার থেকে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। বজ্র বিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি থাকবে দু'এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে মঙ্গল ও বুধবার। ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ নদিয়া ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বজ্র বিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে। বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে। তবে দক্ষিণের বাকি জেলার অনুপাতে আপাতত বৃষ্টির পরিমাণ কম থাকতে চলেছে কলকাতায়। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা ২৭ থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে।

অন্যদিকে মঙ্গলবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কমবেশি সব জেলাতেই প্রবল ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ফের লাল সতর্কতা জারি থাকছে উত্তরবঙ্গে। অতি ভারী এবং অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা দার্জিলিং থেকে কোচবিহার-সহ ওপরের পাঁচ জেলাতে। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটারের বেশি। উইক এন্ডে উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের আশঙ্কা করছে আবহাওয়া দপ্তর। তিনদিন লাল সতর্কতা জারি হতে পারে উত্তরবঙ্গে। সঙ্গে পার্বত্য এলাকায় ধস নামার সম্ভাবনার কথাও জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, নিচু এলাকা প্লাবিত এবং নদীর জলস্তর বিপদসীমার উপরে বইতে পারে।

# অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হওয়া দরকার: অশোক গঙ্গোপাধ্যায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** গুজরাত-উত্তরাখণ্ডের পর এবার পশ্চিমবঙ্গ, আগামী ২৯ জুন রাজ্যের বিধানসভায় আনা হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল। এই নিয়েই এবার মতামত প্রকাশ করলেন প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর মতে অভিন্ন ফৌজদারি বিধির মতো অভিন্ন দেওয়ানি বিধিও চালু হওয়া দরকার।

এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'সংবিধান প্রণয়ন হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল, সারা দেশে এক সুপ্রিম কোর্ট অনেক বার বিভিন্ন কেসে বলেছে এটা যেন হয়। বিতর্ক তো হবেই। কিন্তু অভিন্ন ফৌজদারি চালু আছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধিও চালু করা দরকার। পার্সনাল ল যেটা আছে, হিন্দু আইন বলেছে, একটার বেশি বিবাহ করা যায় না। তবে একজন মুসলিম একাধিক বিবাহ করতে পারে। এতে সমাজে নানা বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে।'

এরই প্রেক্ষিতে প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায় জানান, সংবিধানের ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির স্বপক্ষে বলা হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়েছে, ভারতীয় নাগরিকদের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি তৈরির চেষ্টা করবে রাষ্ট্র। তবে, এটি রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির অংশ, তাই এটি আদালতে বলবৎ করার মতো বাধ্যতামূলক নয়। সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, অন্যান্য নির্দেশমূলক নীতিগুলির তুলনায় অনুচ্ছেদ ৪৪-এর নির্দেশ অনেকটাই দুর্বল।

পাশাপাশি এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায় এও জানান, মূলত, বিবাহ-বিবাহবিচ্ছেদ-সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, সন্তান দত্তক ইত্যাদির মতো ব্যক্তিগত বিষয়ের ক্ষেত্রে যে কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য একটাই আইন প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি হল এমন আইন, যেখানে ধর্ম নির্বিশেষে দেশের সব নাগরিকের জন্য বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ, ভরণপোষণ এবং সম্পত্তি বণ্টন-সহ ব্যক্তিগত বিষয়গুলিতে একই আইন প্রযোজ্য হবে।

## সম্পাদকীয়

### একাধিক কড়া দাওয়াই মুখ্যমন্ত্রীর, অবৈধ নির্মাণের পরম্পরা এবার শেষ হোক

আবার একটা বড়সড় বিপর্যয়ের সাক্ষী হল বাংলা। কিছু মানুষের অবৈধ কাজকর্ম ও আখের গোছানোর মূল্য দিল কতগুলি নিরপরাধ জীবন, যা অকালে ঝরে গেল। অনাথ হল ফের কতগুলো পরিবার। এখন তদন্ত হবে, কার ভুল, কে ঠিক, কোথায় ভুল, এই নিয়ে চর্চা হবে। কিন্তু আসল প্রশ্নটা হল, মূল অপরাধীদের খোঁজ মিলবে কি? তাদের শাস্তি কি হবে? সেটাই প্রশ্ন। গত দেড় দশকে বাংলাকে চুরি, তোলাবাজি আর কাটমানির স্বর্গরাজ্য বানিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তারাতলা কাণ্ড সেই পাপেরই ফল। এর প্রায়শ্চিত্ত তৃণমূলকে করতে হবে। তবে আশার কথা রাজ্যে একটা সরকার রয়েছে। যারা গত দেড় মাসেই স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করে বঙ্গবাসীর মনে নতুন আশা জাগিয়েছে। তাই সবারই আশা বেআইনি নির্মাণের এই পরম্পরা এবার শেষ হবে। একটা সরকার সবে এসেছে। রাতারাতি কিছু করে ফেলা সম্ভব নয়। তাদের সময় দিতে হবে। কারণ, তৃণমূল আমলে সরকার থেকে পুরসভা, পঞ্চায়েত, কাউন্সিলর, প্রোমোটার, সবই ছিল তৃণমূলের নিয়ন্ত্রনে। ফলে সেই জায়গা থেকে গোটা সিস্টেমকে বের করে নিয়ে আসতে সময় লাগবে।তারাতলা বিপর্যয়ের মধ্যেই বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টও। ইস্ট ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন এলাকায় নাকি জলাভূমি বুজিয়ে বেআইনি ভাবে গত এক দশকে পাঁচশোরও বেশি নির্মাণ করা হয়েছে। এই নিয়ে অভিযোগ উঠতেই প্রশাসনের তিন শীর্ষ কর্তাকে সমন ধরিয়েছে আদালত। এছাড়া বেআইনি নির্মাণ সমূলে বিনাশ করতে মুখ্যমন্ত্রীও একাধিক দাওয়াইয়ের ঘোষণা করেছেন। তারাতলা বিপর্যয়ের পরেই মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আর্কিটেক্ট, ডিজাইনার এবং সুপারভিশনের দায়িত্বে থাকা সংস্থাকে সম্পূর্ণভাবে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে। লিখিত ভাবে সুপারভিশনের দায়িত্ব নেওয়া হলেও বাস্তবে সেই দায়িত্ব একেবারেই পালন করা হয়নি। এই চরম গাফিলতির কারণে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে সরকারি অনুমোদিত কোনও নির্মাণ প্রকল্পে তাঁরা আর কাজ করার সুযোগ পাবেন না।

### শব্দছক ২০২

রবি দাস

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | | ■ | ৩ | | ৪ |
| | ■ | | ■ | ৫ | | ■ | |
| ■ | ৬ | | ৭ | | ■ | ৮ | ■ |
| ৯ | | ■ | | ■ | ১০ | | |
| | ■ | ১১ | | ১২ | ■ | | ■ |
| ■ | ১৩ | | ■ | ১৪ | ১৫ | | ১৬ |
| ১৭ | ■ | ১৮ | | ■ | | ■ | |
| ১৯ | | | ■ | ২০ | | | ■ |

**পাশাপাশি:** ১. কোন কিছু করতে অক্ষম ৩. তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ৫. শূন্য বা ফাঁকা ৬. চিৎকার চেঁচামেচি করে ডাকাডাকি ৯. কর্দম ১০. চৌহদ্দী ১১. গাছের ছাল ১৩. পেল্লায় ১৪. বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ১৮. জগৎ ১৯. চালনাকারী ২০. অন্ন দান করেন যিনি

**ওপর-নিচ:** ১. সামান্য ২. রক্ষাকারী ৩. ছেঁড়া-ফাটা জোড়া দেওয়া ৪. শঙ্খ ৫. ভস্ম ৬. বোকা ৭. জলচর পক্ষী ৮. নিরুপণ ৯. কৃষ্ণ-রঙা ১১. যা সত্য ১২. একশো হাজারে যা হয় ১৫. পরের অন্ন ১৬. মাতঙ্গ ১৭. কদলীর ফুল

**সমাধান ২০১ — পাশাপাশি:** ১. নাবালিকা ৩. খাঁচা ৫. হক ৬. কচি ৮. মরা ১০. রবার ১২. নবজাত ১৪. হল ১৫. সদা ১৬. কারিকর ১৮. তনয় ১৯. কাৎ ২০. কদু ২২. আস্য ২৩. রন্ধ্র ২৪. খর্বকায়

**ওপর-নিচ:** ১. নাক ২. কাক ৪. মকর ৫. হবন ৭. চিরহরিৎ ৮. মজাদায়ক ৯. রাত ১১. বালক ১৩. বসন ১৬. কাকা ১৭. রহস্য ১৮. তস্কর ২১. দুখ ২২. আয়

### আজকের দিন

- **১৮৩৮** — ১৯ বছর বয়সে রানী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক হয়।
- **১৮৪৬** — বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা অ্যাডলফ স্যাক্স আনুষ্ঠানিকভাবে স্যাক্সোফোনের পেটেন্ট লাভ করেন।
- **১৯৭৫** — এই দিনে ভারত সরকার জরুরি অবস্থার অধীনে দেশজুড়ে কঠোর গণমাধ্যম সেন্সরশিপ প্রয়োগ করা শুরু করে।

### জন্মদিন

পিভি নরসিংহ রাও

- ১৯২১ *প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিংহ রাওয়ের জন্মদিন।*
- ১৯৭৬ *বিশিষ্ট শুটার যশপাল রানার জন্মদিন।*
- ১৯৯৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রোহিত শর্মার জন্মদিন।*

# রামমোহন রায় হিন্দুধর্মের জীবন রক্ষা করেছিলেন !

**স্বপনকুমার মণ্ডল**

অস্বীকার করার মধ্যেও স্বীকৃতি বর্তমান। যার মান আছে,তাকেই লোকে অপমান করে। বিদ্বেষের মধ্যেও থাকে মান্যতার গরিমা। সেক্ষেত্রে ঈর্ষাকারীকে তুচ্ছ ভাবার চেয়ে তারও মূল্যায়নের তারিফ করা শ্রেয়। কেননা সে অন্তত গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে । মেনে না নেওয়ার চেয়েও মনে নেওয়া আরও কষ্টকর। এজন্য কেউ বিদ্বেষবশত আঘাত বা অস্বীকার করলেই বুঝে নিতে হবে মেনে নেওয়ার চেয়েও মনে নেওয়া তার পক্ষে অস্বাভাবিক। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ইন্দরসিংহ পারমার রাজা রামমোহন রায়কে 'ভুয়ো সমাজ সংস্কারক' থেকে 'ব্রিটিশের দালাল' আখ্যা দিয়ে বক্তৃতা করে হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন। ১৫ নভেম্বর শনিবারে সে রাজ্যের আগর মালওয়ায় বিরসা মুণ্ডার সার্ধশতবর্ষের এক অনুষ্ঠানে সরাসরি রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন যা স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালিবিদ্বেষী মনোভাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং এখনও তার রেশ বর্তমান । তাঁর মোদ্দা কথা 'বাংলার ব্রিটিশ শিক্ষার ফলে ধর্ম পরিবর্তনের কুচক্র চলছিল । আর সেখানে বেশ কয়েক জন ভারতীকে ভুয়ো সমাজ সংস্কারক বানিয়ে রেখেছিল ব্রিটিশ । এঁদেরই একজন ছিলেন রাজা রামমোহন রায় । তিনি ব্রিটিশদের দালাল হিসাবে কাজ করতেন।'ইন্দরসিংহের বক্তব্যে রামমোহন সম্পর্কে দুটি বিষয় স্পষ্ট । এক, রামমোহন ' ভুয়ো সমাজ সংস্কারক' এবং দুই, তিনি 'ব্রিটিশের দালাল'। স্বাভাবিক ভাবেই ইন্দরসিংহের বক্তব্যে সাম্প্রতিক কালে দেশজুড়ে বাঙালিবিদ্বেষী ঘটনাপ্রবাহে তার প্রকট অস্তিত্ব বাঙালির সামনে আবার নগ্ন হয়ে ওঠে । উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রথম আলোকিত ব্যক্তিত্ব তথা ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় 'ভারতপথিক রামমোহন' বাংলার গর্ব বাঙালির অহঙ্কার। তাঁর প্রতি কুরুচিপূর্ণ অপব্যাখ্যায় আঁতকে ওঠা বাঙালির প্রাণে আঘাত লাগে, মানের অবনমনে শিউরে ওঠে বাঙালির মন। অন্যদিকে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনের অভাববোধে ইন্দরসিংহের বোধোদয় থেকে কথামালা বেরিয়ে আসে পরের দিন রবিবার (১৬ নভেম্বর) 'ভুল করে দেশের প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে আমার মুখ থেকে ভুল কথা বেরিয়ে গিয়েছে । আমি খুবই দুঃখিত । আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি। আমি তাঁকে সম্মান করি।' বলাই বাহুল্য, সম্মাননীয়কে কেউ তাঁর মতো কেউ অসম্মান করেন না। সেক্ষেত্রে মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর সচেতন বক্তব্য থেকে সচকিত ভুল স্বীকার কোনওটাই মেনে নেওয়া যায় না । অবশ্য ইন্দরসিংহের আঘাতের একটি ভালো দিকও আছে। এমনিতে রামমোহনকে নিয়ে বাঙালির শ্রদ্ধার অভাব নেই,বরং তা অতি পরিমাণেই আছে। তাঁকে নিয়ে গর্ববোধও অতিমাত্রায় । বিদ্যাসাগরের আগে রামমোহনের নাম সগৌরবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। আধুনিক বাঙালির পরিচয়ে রামমোহন মুকুটহীন রাজা । অথচ তাঁকে নিয়ে চর্চার পরিসরের অভাবে বাঙালির কাছেও রামমোহন অপরিচয়ের কারণ হয়ে উঠেছেন । সেক্ষেত্রে ইন্দরসিংহের বিতর্কিত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহনের মহামানবের আসন থেকে ঐশ্বরিক দূরত্ব ঘুচিয়ে মানবিক পরিচয় আলোকিত হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ দুজনেই বিতর্কের পরিসরে অনেক পরিচিতি লাভ করেছেন। রাজা রামমোহন রায় সেদিক অনেকটাই উপেক্ষিত, বাঙালির কাছেও।

অন্যদিকে রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কারের স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নয়। শুধু মাত্র সতীদাহ প্রথাতেই তাঁর সমাজসংস্কারই তাঁকে স্মরণে বরণীয় করে তুলেছে । অথচ তাঁর সমাজসংস্কারের ব্যাপ্তি ও গভীরতা তাতে কিছুই বোঝা যায় না। উল্টে হিন্দু রক্ষণশীলদের কাছে তা অপ্রিয় ও বিরূপ করে তোলে। কালপ্রবাহে ধর্মীয় আধ্যাত্মিক চেতনার পরিবর্তে আচার-বিচারের জরাজীর্ণ প্রকৃতিতে আবদ্ধ মৃতপ্রায় বিপন্ন প্রাণসত্তাকে জাগিয়ে তুলতে রামমোহন রায় যেভাবে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন, তা তাঁর আত্মীয় সভা থেকে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠাতার পরিচয়ই সমধিক পরিচিতি লাভ করে। অথচ তাঁর বহুমুখী ও বহুমাত্রিক সমাজসংস্কারই তার আড়ালে থেকে গেছে । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিটি কলেজে তাঁর স্মরণসভা (১২৯১-এর ৫ মাঘ) পঠিত প্রবন্ধে রামমোহনের পরিচয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 'বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায় । আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তাঁহার নির্মিত ভবনে বাস করিতেছি।' আসলে আধুনিক বিশ্বে বাঙালির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় রামমোহন রায় ছিলেন প্রথম। সেই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়েও তাঁর সমাজসংস্কারকের বনেদি ভূমিকার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর পঠিত প্রবন্ধটিতে নানা উপমায়, উদাহরণে যেভাবে বোজানোয় সচেষ্ট হয়েছেন,তাতেই বিষয়টি অসাধারণত্ব লাভ করে 'রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের জীবন্ত হিন্দুধর্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল। তাহার জীবন নাই, অস্তিত্ব নাই, কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র।' সেই অন্ধকারে নিমজ্জিত অবস্থায় রামমোহন তাঁর সমাজসংস্কারের আলো জ্বেলে কোনও নতুন ধর্ম গড়ে তুলতে চাননি, হিন্দুধর্মকেই সচল করতে সক্রিয় হয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ তাঁর পঠিত প্রবন্ধে তাও উল্লেখ করেছেন ' সকলে বলিল, তিনি হিন্দুধর্মের উপরে আঘাত করিলেন । কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্মের জীবন রক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এইজন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ ।' শুধু রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নেই নয়, স্বয়ং রামমোহনও সেকথা তাঁর আত্মজীবনীতেও স্পষ্ট করে তুলেছেন । তিনি যে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ছিলেন না, বরং তার সংস্কার করতে চেয়েছিলেন,তা তাঁর কথাতেই প্রতীয়মান 'The ground which I took in all my controversies was– not that of opposition to Brahminism–but to a perversion of it– and I endeavoured to show that the idolatry of the Brahmins was contrary to practice of the ancestors– and the principles of the ancient books and authorities which they profess to revere and obey.' অথচ তাঁর ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠাই হিন্দুরক্ষণশীলদের মনে হিন্দুধর্মবিরোধিতার শিকার হয়ে ওঠে। সেই ধারার উত্তরসূরি হিসেবে রক্ষণশীলতার হিন্দু মানসিকতায় শুধু মধ্যপ্রদেশের ইন্দরসিংহই নন, এই বাংলাতেও অজস্র বাঙালির কাছে রাজা রামমোহন রায় এখনও হিন্দুবিরোধী হয়ে রয়েছেন । অথচ তিনি নীতি ও আদর্শে যেমন অবিচল ছিলেন, তেমনই আচারে-বিচারে স্বধর্ম রক্ষা করে চলেছেন আজীবন। ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ খাবার খেতেন না, অন্য ধর্মের লোকের সঙ্গে একাসনে বসে আহারও করতেন না। আবার তিনি উপবীত ধারণ করেছিলেন আমৃত্যু । শুধু তাই নয়,আজীবন স্বকীয় আদর্শে অবিচল থেকে সমাজসংস্কারে ব্রতী ছিলেন। সেখানে তাঁকে 'ভুয়ো সমাজসংস্কারক' বলার কোনও অবকাশ রাখেননি, বরং প্রবল ব্যক্তিত্বের পরাকাষ্ঠায় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ রক্ষণশীল সমাজের কাছে অপ্রিয় হয়েছেন, বিতর্কের শিকারে সাধারণ্যে জনপ্রিয় হতে পারেননি, উল্টে জনপ্রিয়তার হাতছানিকে তোয়াক্কা না করে স্বপথে হেঁটেছেন অবিরত,আজীবন ।

অন্যদিকে রামমোহনের সমাজসংস্কার বহুধাবিস্তৃত ও লক্ষ্যভেদী পরম্পরার সঙ্গে সুদূরপ্রসারী । ধর্ম ও সমাজের সংস্কারের লক্ষ্যে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করে । হিন্দুসমাজের অভিশপ্ত যে পাঁচটি কুপ্রথা সেই সময় প্রচলিত ছিল,তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর সংস্কারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে । জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ ও সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর সংস্কার ছড়িয়ে পড়লেও শেষোক্তটি ইতিহাসে সমুজ্জ্বল। অথচ সেখানেও তাঁর দালালির পরিচয় মেলে না, বরং তাঁর বিরোধিতা তাঁর স্বকীয় জাত চিনিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ দেশের সতীদাহের মতো মধ্যযুগীয় বর্বরতা তথা প্রাণঘাতী কুপ্রথা বন্ধ করার সদিচ্ছা অনেক দিন আগে থেকেই ফরাসি, ওলন্দাজ ও পর্তুগিজ শাসকদের ছিল। সেই ধারায় পরে ইংরেজ শাসকরাও সচেষ্ট হয়েছিলেন । এ-দেশীয়দের ধর্মীয় আঘাতের ফলে জনমানসে তীব্র অসন্তোষের ভয়ে তা থেকে বিরত ছিলেন শাসকেরা । সেক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকের পক্ষে রামমোহন রায় যে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে সামিল হয়েছিলেন সেই ১৮১৭-তে, তা শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' থেকেই জানা যায় । শুধু তাই নয়, ১৮১৮তে তাঁর প্রভাবও সতীদাহ প্রথাবিরোধী আন্দোলনে পড়েছিল। অন্যদিকে সাধারণ্যে এখনও প্রচারিত রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেছেন। অথচ কথাটি ঠিক নয়। ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯-এ আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার ঘোরতর বিরোধী হয়েও উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আইন করে তা বন্ধ করার বিরোধিতা করেছিলেন । সেক্ষেত্রে সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর বিরোধিতার সমালোচনা করা গেলেও তাতে তাঁর অনমনীয় স্বকীয় ব্যক্তিত্ব প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি যে 'ব্রিটিশের দালাল' বা দাসত্ব করেননি, বরং প্রয়োজনে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, তাতে তাও প্রতীয়মান । রামমোহন সাময়িক আন্দোলন গড়ে তুলে প্রথাটি বন্ধ করতে চাইলে সমকালীন পরিসরে তা সমীচীন না হলেও তাঁর বিরোধিতার উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল,তা নিঃসন্দেহে বলা যায় । অন্যদিকে আইন লাগু করার পরে অবশ্য তিনি ও তাঁর সমমতালম্বী আরও অনেকে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ধন্যবাদও জানিয়েছেন। অথচ রামমোহন রায়ের নেতৃত্বেই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে এবং ব্রিটিশ সরকারকে আইন প্রণয়নে সক্রিয় করে তোলে । সেক্ষেত্রে তিনি অনায়াসেই উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে সমর্থন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার কৃতিত্ব নিতে পারতেন । অথচ তা তিনি করেননি। আসলে রামমোহনের সমাজসংস্কারে বিদ্রোহ করেননি, বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন। আবেগের বশবর্তী হয়ে তিনি ধর্ম ও সমাজের সংস্কারে সক্রিয় হননি, তা একান্তই তাঁর যুক্তি, তর্ক ও বিচারবোধ তাড়িত । এজন্য সমাজসংস্কারে ধর্মশাস্ত্রকে হাতিয়ার করেননি, বরং সেই শাস্ত্রের আসল স্বরূপ বাংলায় অনুবাদের মাধ্যমে জনমানসে নিবিড় করায় সচেষ্ট হয়েছিলেন । শুধু তাই নয়, আধুনিক শিক্ষা প্রচলন থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত চিন্তার চর্চা সবেতেই তাঁর সমাজসংস্কারের নিবিড় আয়োজন । অন্ধবিশ্বাসের জায়গায় জ্ঞান বিজ্ঞান, ভক্তির পরিবর্তে যুক্তি ও ধর্মাচারের চেয়ে মানবমুখী কল্যাণকামী ঈশ্বরচিন্তা প্রভৃতির মধ্যেই রামমোহনের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্বে কোনওরকম ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। অথচ তাঁকে ভালো করে জানা যেমন সাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না,তেমনই হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে মেনে নেওয়াও আরও কঠিন হয়ে ওঠে । অজ্ঞতা থেকে শুধু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় না, অস্বীকারের প্রবণতাকেও সক্রিয় করে তোলে । আবার রক্ষণশীল চেতনায় দৃষ্টির সংকীর্ণতায় অজ্ঞতার পথ আপনাতেই সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে । সেই অজ্ঞতা ও সংকীর্ণতায় রাজা রামমোহন রায় আজ নিজেই শিকার। সেক্ষেত্রে তাঁকে নিয়ে ইন্দরসিংহের অসত্য মন্তব্য তীব্র আপত্তিজনক ও প্রতিবাদযোগ্য হলেও তাতে বিতর্কের আলোতে তাঁর অজানা খনির পরশমণি হদিশ পাওয়ার হাতছানিও মেলে। আসলে তিনি তো আর বামপন্থী বা রামপন্থী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একান্ত ভাবেই মানবপন্থী। সেক্ষেত্রে কোনও পন্থীর খাপে তাঁকে না আটকানোই দস্তুর, জনপ্রিয় রাজনীতিতেও তিনি অচল।

*মতামত: লেখকের ব্যক্তিগত*

*লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়*

### কোট-আনকোট

**দেশ বা জাতি নিয়ে ওঁর ধারণা দেখছি জাতীয়, আন্তর্জাতিক মাপকাঠির সঙ্গে মেলে না।**

*রাজ্যপালের ভাষণে নেহরুর নিন্দা নিয়ে সুজন চক্রবর্তী*

### লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

# পড়ুয়াদের একা ঘরে ডেকে যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** সরকারি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাঁচা পড়ুয়াদের একা ঘরে ডেকেই যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানাজানি হতেই রীতিমতো উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হবিবপুর থানা এলাকার একটি গ্রামের ওই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে।

শনিবার নির্যাতিতা কয়েকজন ছাত্রীর পরিবার ও গ্রামবাসীরা দল বেঁধে ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। এমনকি ক্ষিপ্ত জনতা ওই প্রধান শিক্ষককে গণপিটুনিও দেয়। উত্তেজনা চরম আকার নিতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হবিবপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে ওই প্রধান শিক্ষককে স্কুল চত্বর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। এর পর ওই স্কুলের এক ছাত্রীর পরিবারের যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এবং একদল গ্রামবাসীর প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একই অভিযোগের পৃথক দুটি নালিশ জমা পরে হবিবপুর থানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই প্রধান শিক্ষক সেকলেন মোস্তাককে পকসো আইনে মামলা রুজু করে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

উল্লেখ্য, হবিবপুর থানার দুর্গম এলাকায় রয়েছে সরকারি ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি। বর্তমানে ওই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষককে নিয়ে মোট তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে। পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ৩৫ জন। বেশ কিছুদিন ধরেই ওই প্রধান শিক্ষক নাকি স্কুলের শেষ হতেই অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা চলে যাওয়ার পর কচিকাঁচা পড়ুয়াদের একে একে ডেকেই নানা ভাবে যৌন হেনস্থা করত বলে অভিযোগ। বেশ কিছুদিন ধরে এই ঘটনা চলার পর ওই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী ওই বৃহস্পতিবার তার বাড়িতে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। পাশাপাশি তার শরীরের কয়েকটি গোপন জায়গায় ব্যাথার কথাও অভিভাবকদের বলে। কারণ জানতে গিয়েই রীতিমতো হতবাক হয়ে যায় ওই ছাত্রীর পরিবার। শুক্রবার স্কুল সরকারি ছুটি থাকায় অবশেষে শনিবার সকালেই ওই ছাত্রীর বাবা-মা এবং পরিবারের কয়েকজন এসে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে চেপে ধরে। তাকে জিজ্ঞাসা করতেই আরো কয়েকজন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীরা প্রধান শিক্ষকের তাদের ওপর নির্যাতনের কথা স্কুল চত্বরেই বলে কাঁদতে শুরু করে। আর তাতে সরগরম হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

নির্যাতিতা চতুর্থ শ্রেণীর ওই ছাত্রীর বাবা পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, কয়েকদিন ধরে মেয়ে বাড়িতে এসে মনমরা হয়ে থাকত। কারও সঙ্গে কথা বলত না। সব সময় কান্নাকাটি করত। আমরা কৃষিকাজ করি। বেশিরভাগ সময় জমিতে থাকতে হয়। তাই এব্যাপারে অতটা বুঝতে পারিনি। গত বৃহস্পতিবার মেয়ে স্কুল থেকে ফেরার পর হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। এরপর ওর শরীরের স্পর্শকাতর কয়েকটি জায়গায় যন্ত্রণার কথা জানায় এবং প্রধান শিক্ষক তাকে দিয়ে কি ধরনের কুকীর্তি করিয়েছে সেটাও পরিষ্কার বলে দেয়। এরপরই ওই প্রধান শিক্ষককে শাস্তি দিতেই এদিন স্কুলে গিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি গণপিটুনি দিয়েছি।' গ্রামের একাংশ ক্ষিপ্ত বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই স্কুলের বেশ কিছু ছাত্রীদের সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করে আসছিল ওই প্রধান শিক্ষক। এমনকি মোবাইলে নোংরা ছবি দেখানো হতো বলে জানতে পেরেছি। এমন ঘটনা জানার পর নিজেদের রাগ থামিয়ে রাখতে পারি নি। প্রধান শিক্ষক গ্রামবাসীদের ঘেরাওয়ের বিষয়টি আঁচ করতে পেরে পালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওকে ধরে ফেলা হয়।

এদিকে এই ঘটনায় রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা হবিবপুরে বিজেপি দলের বিধায়ক জোয়েল মুর্মু। বিষয়টি জানার পর তিনি এদিন দুপুরে হবিবপুর থানায় গিয়ে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের কঠোর শাস্তির দাবি করে এসেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, যৌন নির্যাতনের লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পক্সো আইনে ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।



# তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে কাটমানির অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর তৈরির টাকা থেকে মোটা অঙ্কের 'কাটমানি' আদায়ের অভিযোগ তুলে তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক নরেন ঘনিষ্ঠ একাধিক নেতার বিরুদ্ধে থানার দ্বারস্থ হলেন দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের লস্করবাঁধ ও চন্দ্রডাঙা এলাকার উপভোক্তারা। তাঁদের অভিযোগ, আবাস যোজনার টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকার পর মাথাপিছু প্রায় ৭০ হাজার টাকা করে জোর করে আদায় করা হত। শনিবার দুর্গাপুর-ফরিদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থার দাবি জানান তাঁরা।

অভিযোগের তির তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের স্বামী রনজিত মণ্ডল, পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী কাঞ্চন দাস, তৃণমূল নেতা অসিত হাজরা সহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারীদের দাবি, তৎকালীন তৃণমূল সরকারের আমলে কাটমানির প্রতিবাদ করতে গেলেই হুমকি দেওয়া হতো। সেই ভয়েই এতদিন কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে পারেননি। রাজনৈতিক পালাবদলের পর সাহস সঞ্চয় করে তাঁরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে দাবি করেন।

অভিযোগকারী কলাবতী দেবী বলেন, 'আবাস যোজনার বাড়ির জন্য ৭০ হাজার টাকা অ্যাকাউন্টে এসেছিল। তারপর পুরো টাকাটাই রনজিত মণ্ডল নিয়ে নেয়। এত টাকা দেওয়ার পরও আজ পর্যন্ত আমাদের বাড়ি তৈরি হয়নি। তাই আমরা আজ থানায় অভিযোগ জানাতে এসেছি।' উল্লেখ্য, অভিযোগগুলির সত্যতা এখনও আদালত বা তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়নি। অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি।

# ডেঙ্গু প্রতিরোধে সাফাই অভিযান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিরোধই সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আর সেই বার্তাকেই সামনে রেখে পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতার ওপর জোর দিল স্বাস্থ্য দপ্তর। বর্ষার মরশুমে মশাবাহিত রোগের প্রকোপ রুখতে শনিবার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের তপসিয়া গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে আয়োজিত হল বিশেষ সাফাই অভিযান।

গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. কিংশুক রায়ের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, আশা কর্মী ও অন্যান্য কর্মচারীরা। হাসপাতাল চত্বর ও সংলগ্ন এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা, ঝোপঝাড় এবং সম্ভাব্য জল জমার স্থানগুলি পরিষ্কার করা হয়। পাশাপাশি মশার প্রজনন রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়। সাফাই অভিযানে ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের ভেক্টর সার্ভেইলেন্স টিম এবং ভেক্টর কন্ট্রোল টিমের সদস্যরাও সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ডেঙ্গু বহনকারী এডিস মশার সম্ভাব্য প্রজননস্থল চিহ্নিতকরণ, উৎস ধ্বংস এবং সচেতনতা প্রচারে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ড

ৈল্লেখযোগ্য ভাবে, এদিন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. কিংশুক রায় নিজেও সাফাই অভিযানে সরাসরি অংশ নেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কারের কাজে হাত লাগান তিনি। অভিযানের পাশাপাশি হাসপাতাল চত্বরে উপস্থিত রোগী, পরিজন ও সাধারণ মানুষকে ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ডেঙ্গুর উপসর্গ, প্রতিরোধের উপায় এবং বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখার গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত প্রচার চালানো হয়।

ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কিংশুক রায় বলেন, ক্ষ্মডেঙ্গু প্রতিরোধে চিকিৎসার চেয়ে সচেতনতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ির আশপাশে কোথাও জল জমতে দেওয়া যাবে না। একটি ছোট পাত্রে জমে থাকা জলও এডিস মশার প্রজনন ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। তাই ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সমানভাবে দায়িত্ব নিতে হবে।ক্ষ্মতিনি আরও জানান, বর্ষাকালে প্রত্যেককে বাড়ি ও আশপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। জ্বর বা ডেঙ্গুর উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করার পরামর্শও দেন তিনি। স্বাস্থ্য দপ্তরের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, এ ধরনের কর্মসূচি শুধু পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতেই নয়, ডেঙ্গু সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং রোগ প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

# চাষিদের স্বার্থরক্ষায় রাজ্য কমিটির জরুরি সভা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আলু বীজ ব্যবসায়ী সমিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমানের টাউন হল। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য আলু বীজ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রবীর কুমার দে এবং সভাপতি দেবেশ ঘোষ-সহ রাজ্য কমিটির উপদেষ্টা ও কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক তথা মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র এবং মেমারির বিধায়ক মানব গুহ। সভার মূল আলোচ্য বিষয় সমিতির সম্পাদক প্রবীর কুমার দে জানান, এবারের সভার মূল এজেন্ডা ছিল গত বছর আলু ব্যবসা ও বীজ কেনা-বেচার ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধান সূত্র খোঁজা। তিনি বলেন বিভিন্ন ফার্ম থেকে বীজ কেনার পর ব্যবসায়ীরা যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে টাকা নিয়েও আলু বা সঠিক বীজ না দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি আরও যোগ করেন যে, অতীতে চাষি ও ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা পুরোপুরি সফল না-হলেও, এবার নতুন করে সেই প্রচেষ্টা চালানো হবে। সভাপতি দেবেশ ঘোষ পঞ্জাবের আলুর বীজের মান এবং কৃত্রিম দাম বৃদ্ধি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, পাঞ্জাবের অনুকূল আবহাওয়ার কারণে উন্নতমানের বীজ তৈরি হয়, যার ওপর বাংলার চাষিদের নির্ভর করতে হয়। কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী পঞ্জাবের ব্যবসায়ীরা অসদুপায় অবলম্বন করছেন। যেখানে এক বস্তা বীজ উৎপাদনে খরচ হয় মাত্র ৩০০ টাকা, সেখানে তা বাংলার চাষিদের কাছে ৩,০০০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। বীজের দাম বাড়লে তারা সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, আবার দাম কমলে দ্বিগুণ পরিমাণ নিম্নমানের বীজ পাঠিয়ে দেয়। সমিতির পক্ষ থেকে বর্তমান সরকারের কাছে এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশ্যে জোরালো আবেদন জানানো হয়েছে।

দেবেশ ঘোষ বলেন, ২০২৬ সালে এসে আলু ও পাঞ্জাবের বীজের ব্যবসার পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়। তাই চাষি ও বীজ সংগঠনকে বাঁচাতে সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। সমিতির দাবি, বাংলাতেই যাতে উন্নত মানের আলুর বীজ উৎপাদন বা প্রোডাকশন করা যায়, তার জন্য সরকারকে উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। একই সঙ্গে বীজের দাম যাতে চাষিদের নাগালের মধ্যে (৩০০ টাকা বীজের দাম এবং ৩০০ টাকা গাড়ি ভাড়া মিলিয়ে) রাখা যায়, সেই বিষয়েও পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আলু ব্যবসায়ী সমিতির এই সংগঠনটি হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা সহ সমগ্র রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত।

# বাম শ্রমিক সংগঠনের বিক্ষোভে উত্তাল রানিগঞ্জ



**নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ:** 'বস্তি উচ্ছেদ হতে দেব না, চলতে দেব না বুলডোজার' এই স্লোগানে শুক্রবার উত্তাল হল রানিগঞ্জ। বার্নস স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানির জমি রেলের নয়, এই দাবিতে ৫ দফা দাবি নিয়ে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল দুই বাম শ্রমিক সংগঠন।

সংগঠনের অভিযোগ, রেল বার্নস এলাকার জমিকে নিজেদের বলে দাবি করে সেখানে বসবাসকারী বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের নোটিস দিয়েছে। যদিও সংগঠনের দাবি, এই জমি রাজ্য সরকারের। এরই প্রতিবাদে এদিন রানিগঞ্জে পথে নামেন শ্রমিক ও বস্তিবাসীরা। ঐতিহ্যবাহী রানিগঞ্জ রেলস্টেশনের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন জমা দেন আন্দোলনকারীরা।

সংগঠনের নেতৃত্ব জানান, 'বার্নসের এই জমি রেলের নয়। দশকের পর দশক ধরে এখানে শ্রমিকরা বসবাস করছেন। রাতারাতি বুলডোজার চালিয়ে গরিব মানুষের মাথার ছাদ কেড়ে নেওয়া যাবে না।' তাঁরা আরও জানান, বার্নস সংস্থার কাছে বাসিন্দাদের কোটি কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। সেই বকেয়া আদায়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং বিষয়টি বারবার রেলকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। তারপরও কেন উচ্ছেদের নোটিস দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে সরব হন বস্তিবাসীরা। ৫ দফা দাবি অবিলম্বে বস্তি উচ্ছেদের নোটিস প্রত্যাহার করতে হবে। বার্নসের জমিকে রেলের জমি বলে দাবি করা চলবে না। উচ্ছেদের আগে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। বার্নসের বন্ধ কারখানা চালু করে শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে ও শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। বিক্ষোভকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, দাবি না-মানলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন তাঁরা।

# ৮২ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** ভবিষ্যতের পথচলায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে এবং তাদের সাফল্যকে সম্মান জানাতে চাকুলিয়ায় আয়োজিত হল এক বিশেষ কৃতি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে উল্লেখযোগ্য ফল করা ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে শনিবার চাকুলিয়ার পুরানো বাজার এলাকার টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য 'প্রতিভা সম্মান সমারোহ'। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ। আয়োজক ছিলেন ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রাক্তন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ দিনেশানন্দ গোস্বামী। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও মা সরস্বতীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ মোট ৮২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। চলতি বছরে ব্লকের সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র অভিনভ মহাপাত্রের হাতে একটি ট্যাব, স্কুলব্যাগ ও প্রশংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি অন্যান্য ৮১ জন কৃতি পড়ুয়াকেও স্কুলব্যাগ ও মানপত্র প্রদান করা হয়। কৃতিদের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও অতিথিরা।



# মহা দধি মহোৎসব পালন ইসকন মায়াপুরে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** দেশি-বিদেশি ভক্ত সমন্বয়ে পানিহাটি মহা দধী মহোৎসব পালন ইসকন মায়াপুরে। এই উৎসব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমও শৃঙ্খলে বেধে দেয় প্রত্যেক বছর। চলছে আষাঢ় মাস, সামনেই প্রভু জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব সেই উপলক্ষে আলোক শয্যায় সজ্জিত হয়ে উঠবে ইসকন মায়াপুর। তার আগে এক অনন্য উৎসব ইসকন মায়াপুরে।

শনিবার থেকে শুরু হয় পানিহাটি মহা দধী মহোৎসব, যেখানে দেশি-বিদেশি ভক্তদের সমাগম চোখে পড়ার মতো। আগত প্রত্যেক দর্শনার্থীদের জন্য প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকে ইসকনের তরফে। যদিও সারা বছরই রীতিনীতি মেনে একাধিক সনাতনি রেওয়াজ থাকে মায়াপুর ইসকনে যার অন্যতম মহোৎসব পানিহাটি মহা দধী উৎসব। শুক্রবার সকাল থেকে দূর-দূরান্ত থেকে দেশীয় ভক্তবৃন্দরা এই মহোৎসবে সামিল হন, এছাড়াও বিদেশি ভক্তরাও একই সঙ্গে মিলিত হন এই মহোৎসবে।



শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্মৃতি বিজড়িত ইসকন মায়াপুরে ও ভক্ত সমাগমের ঢল বয়ে যায় সারা বছরই, বিশেষ কিছু তিথি উপলক্ষে আরও ভক্তের ঢল নামে ইসকনের চন্দ্রোদয় মন্দিরে। ফলে ফুলে সাজানো হয়েছে ইসকনের বিগ্রহকে। প্রসাদ হিসেবে অসংখ্য ফল নিবেদন করা হয়েছে ভগবানের উদ্দেশ্যে। থাকে বিশেষ সুব্যবস্থা, ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ যার অন্যতম দায়িত্ব থাকে ইসকন কর্তৃপক্ষের। এই পানিহাটি মহা দধী মহোৎসব অন্যান্য রীতি রেওয়াজের থেকে কম নয়। আষাঢ়ের মেঘের আড়ালে বৃষ্টির কনাকে উপেক্ষা করেও ভক্ত সমাগমের ঢল নামে এই বিশেষ তিথিতে। এ বিষয়ে ইসকন জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাসের দাবি, এই উৎসব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম শৃঙ্খলে বেঁধে দেওয়ার মতো। জ্ঞান শক্তি ধ্যান যার অন্যতম নাম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তারই এক অন্যতম আবির্ভাব এই পানিহাটি মহা দধী মহোৎসব।


**ফর্ম জি**

**অট্টিভো ইকোনমিক জোন (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান**

**পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-এ "অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ" কাজে নিযুক্ত**

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

| ক্রম | সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত | |
|---|---|---|
| ১. | প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম | অট্টিভো ইকোনমিক জোন (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড PAN NO : AADCB2957M CIN : U34105WB2007PTC120650 |
| ২. | রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা | ইউনিট নং ৭০৯, ৮ম তল, মার্লিন ইনফিনাইট, ডিএন-৫১, সেক্টর -৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১, বিধাননগর সিকে মার্কেট, উত্তর ২৪ পরগনা, সল্টলেক,পশ্চিমবঙ্গ , ভারত, ৭০০০৯১ |
| ৩. | ওয়েবসাইটের ইউআরএল | attivoeconomic.sipl@gmail.com |
| ৪. | যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত | পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ |
| ৫. | প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা | প্রদত্ত নয় |
| ৬. | বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য | আর্থিক বর্ষ ২০২৪-২৫ এর শেষ প্রাপ্ত নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য অনুযায়ী কার্যাদি থেকে রাজস্ব নেই |
| ৭. | কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা | জানা নেই |
| ৮. | বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত : | আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ এর নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য প্রাপ্ত। এই আর্থিক তথ্য, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা সহ আরপি নিকট ইমেলের attivoeconomic.sipl@gmail.com মাধ্যমে জানা যাবে। |
| ৯. | প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় অধীনে পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) ইউআরএল প্রাপ্ত | আরপি নিকট attivoeconomic.sipl@gmail.com ইমেলের মাধ্যমে জানা যাবে। |
| ১০. | আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ | সোমবার, ২৭ জুলাই ২০২৬ |
| ১১. | সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ | বৃহস্পতিবার ৬ আগস্ট ২০২৬ |
| ১২. | সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ | মঙ্গলবার ১১ আগস্ট ২০২৬ |
| ১৩. | সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ | শুক্রবার ২১ আগস্ট ২০২৬ |
| ১৪. | মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ | বুধবার ২৬ আগস্ট ২০২৬ |
| ১৫. | রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ | শনিবার ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষ) |
| ১৬ | আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি | attivoeconomic.sipl@gmail.com |
| ১৭. | কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত | জানা নেই |

শ্রী অনুপ কুমার সিং
প্রস্তাব পেশাদার
অট্টিভো ইকোনমিক জোন (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড
IBBVIPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322
এএফএ বৈধ : ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত
স্যুট ১বি, ২য় তল, ২২/২৮এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

তারিখ : ২৮ জুন, ২০২৬
স্থান : কলকাতা



**শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০**



AXIS BANK

**অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.**
১ শেক্সপীয়র সরণি, এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

**দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**
**(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)**

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
**ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।**

| ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা | ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ |
|---|---|
| **১. মেসার্স সেফ ওয়াটার এন্টারপ্রাইজেস,** ১১৩, নিউ কলোনি, পো : পানিহাটি, কলকাতা- ৭০০১১৪, আরও ঠিকানা : ৫০ সাউথ স্টেশন রোড, ৫মতল, আগরপাড়া, কলকাতা-৭০০১০৯। **২. শ্রী জয়দীপ দাশগুপ্ত (অংশীদার)** পিতা প্রিয়তোষ দাশগুপ্ত, ভবতারিণী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩জি-এইচ, ৪র্থতল, ৫৬ নর্থ স্টেশন রোড, পিন ৭০০১০৯। **৩. শ্রী অনিল কুমার রায় (অংশীদার)** পিতা প্রয়াত লাল মোহন রায়, ১১৩, নিউ কলোনি, পো : পানিহাটি, কলকাতা- ৭০০১১৪ । **৪. শ্রীমতি রুমা দাশগুপ্ত** স্বামী জয়দীপ দাশগুপ্ত, নর্থ স্টেশন রোড বাইলেন, পানিহাটি, (এম), আগরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা,পিন -৭০০১০৯। | ক) ১৬৪৮২৪২.৪০ টাকা লোন এ/সি নং *************০৭৪৪ অধীন, ১০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৩.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) বকেয়া খ) ২৬.০৩.২০২৫ গ) ২৪.০৬.২০২৬ |

**জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ**

**সম্পত্তি নং ১**
**তপশিল এ উল্লিখিত মতে (সমুদয় সম্পত্তির বিবরণ)**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোট জমি শ্রেণিভুক্ত বাস্তু,রায়ত অধিকাভুক্ত পরিমাপ কমবেশি (২ কাঠা হোল্ডিং নং ৫০-২ কাঠা হোল্ডিং নং ৫১) সমান সমান ৪ কাঠা , আরএস দাগ নং ৬০৬, জমিদার খতিয়ান নং ৫, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ৬, মৌজা : তারাপুকুরিয়া , জেএল নং ১২, তৌজি নং ১৭৮, এডিএসআরও সোদপুর, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, স্থানীয় হানিহাটি পুরসভা অধীন সংযুক্ত হোল্ডিং নং ৫০, দক্ষিণ স্টেশন রোড, আগরপাড়া, ওয়ার্ড নং ৮, তদস্থিত বহুতল ভবন (জি-৪), নির্মিত। চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর জমি। দক্ষিণে : ২৮ ফুট চওড়া দক্ষিণ স্টেশন রোড। পূর্বে : সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
**তপশিল বি উল্লিখিত মতে (ফ্ল্যাটের বিবরণ)**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫মতলে, দক্ষিণ-পূর্ব-উত্তর মুখী সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫২ বর্গফুট (সংশ্লিষ্ট সকল পরিষেবা এলাকাসমন্বিত ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং,১ কিচেন, ১ টয়লেট , এক ডব্লুসি এবং ১ বারান্দা, ব্যালকনি মার্বেল মেঝে বহুতল ভবনে (জি-৪) তপশিল এ অনুযায়ী সম্পত্তি এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দকলের অধিকার সহ টেরেস, উপরের জলাধার, সেপটিক ট্যাঙ্ক,প্লাম্বিং, স্টেল কেসেস, লিফট, ছাদ চলার পথ এবং সাধারণ সুবিধা ভোগ দখল।
**সম্পত্তি রুমা দাশগুপ্ত এবং জয়দীপ দাশগুপ্ত এর নামে।**
**সম্পত্তি নং ২**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ১৩ ছটাক ৩০ বর্গ ফুট কমবেশি তদস্থিত ১২০ বর্গফুট টালির শেড অবস্থিত মৌজা - সোদপুর, জেএল নং ৮, এলওপি ১১৩, সিএস এবং আরএস প্লট নং ৬৬৪(অংশ), ৮৮৫(অংশ) প্লট নং ১১৩/সি, এডিএসআর সোদপুর অধিক্ষেত্রে স্থানীয় পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১২ অধীন, হোল্ডিং নং ১৫০(পুরানো) ১৮২ (নতুন), নিউ কলোনি, থানা : খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা।
**সম্পত্তি অনিল কুমার রায় এর নামে।**

| ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা | ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ |
|---|---|
| **১. মেসার্স কলকাতা ঝাড়খণ্ড রোডলাইনস,** স্বরূপ নগর,লেন নং ৫, শঙখ ভিলা, ডানকুনি, হুগলি র, পিন - ৭১২৩১১। **২. শ্রী সন্তোষ কুমার শর্মা (স্বত্বা),** পিতা বিজয় কুমার শর্মা, স্বরূপ নগর, লেন নং ৫, শঙ্খভিলা, ডানকুনি, হুগলি, পিন - ৭১২৩১১। | ক) ১৯৩৯২১৪.০১ টাকা লোন এ/সি নং *************৭২৬০ অধীন, ২৮.০২.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া খ) ২৬.০৩.২০২৫ গ) ২৩.০৬.২০২৬ |

**জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ**

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ উত্তর মুখী ফ্ল্যাট নং ২০১ ৩য়তলে, ভবনের নাম শঙখ ভিলা, পরিমাপ ঢাকা এরিয়া কমবেশি ৯২৭ বর্গফুট, মার্বেল মেঝে, ৩ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ উত্তর ভবনের চাতাল অবস্থিত মৌজা - মনোহরপুর, জেএল নং ৯৮, তৌজি নং ১৭, পো এবং থানা : ডানকুনি, পিন - ৭১২৩১১, ডানকুনি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১১ (পূর্বতন ৯), স্বরূপ নগর লেন নং ৫, জেলা -হুগলি, সকল পরিষেবা এবং সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সহ লিফট , সকলের ব্যবহারের জায়গায় ভোগ দখলের অধিকার সহ এবং স্বত্ব স্বার্থ সকলের ব্যবহারের স্থানে অন্যান্য সুবিধা এবং সকল প্রয়োজনীয় ভোগ দখলের অধিকার সহ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : খোলা জায়গা প্রকল্প জমির। দক্ষিণে : খোলা স্পেস প্রকল্প জমির। পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ২০৪। পশ্চিমে : লিফট, সিঁড়ি, চাতাল এবং অন্যান্য ফ্ল্যাট নং ২০২,
**সম্পত্তি সন্তোষ কুমার শর্মার নামে।**

| ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা | ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ |
|---|---|
| **১. মেসার্স জয় মা তারা ইঞ্জি সেন্টার (স্বত্বাধিকারী সংস্থা),** ১৮, জান মহ ঘাট রোড, নৈহাটি , পো - নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৬৫। **২. শ্রী বীরেন সাহা (স্বত্বা)** পিতা প্রয়াত নীরেন চন্দ্র সাহা, ৬ নং বিজয় নগর ধানকল, নৈহাটি (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩১৬৫। | ক) ৫৮,৪৯,৯২৯ টাকা (আটান্ন লাখ উনপঞ্চাশ হাজার নশো উনত্রিশ টাকা) লোন এ/সি নং *************৭৯৮৩ অধীন, দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া খ) ২৬.০৯.২০২৫ গ) ২৩.০৬.২০২৬ |

**জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ**

**সম্পত্তি নং ১**
- জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, থানা এবং এডিএসআর - নৈহাটি, জেএল নং ৫, মৌজা - দেউলপাড়া গ্রাম, এলওপি নং ৪৪২, সিএস এবং আরএস দাগ নং ৪৮৫, জমির পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ২ ছটাক ২২.৫ বর্গফুট।
- জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, থানা এবং এডিএসআর -নৈহাটি, জেএল নং ৫, মৌজা- দেউলপাড়া গ্রাম, এলওপি নং ৪৪২, সিএস এবং আরএস দাগ নং ৪৮৬, জমির পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ২ ছটাক ২২.৫ বর্গ ফুট। মোট জমির এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ৪ কাঠা ৫ ছটাক বা ৭.১২ ডেসিমেল তদস্থিত টালির শেড পরিমাপ আনুমানিক ৪৫০ বর্গফুট অবস্থিত নৈহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৫, হোল্ডিং নং ১২০০ ঋষি বঙ্কিম রোড। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কলোনি সীমা। দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। পূর্বে : খাল। পশ্চিমে : এলওপি নং ৪৪১।

**সম্পত্তি বীরেন সাহা এর নামে।**

**সম্পত্তি নং ২**
- জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা থানা এবং এডিএসআর - নৈহাটি, জেএল নং ৫, মৌজা - দেউলপাড়া গ্রাম, এলওপি নং ৪৪১/২, সিএস এবং আরএস দাগ নং ৪৮৫, জমির পরিমাপ আনুমানিক ১ কাঠা ৪ ছটাক।
- জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, থানা এবং এডিএসআর - নৈহাটি, জেএল নং ৫, মৌজা- দেউলপাড়া গ্রাম, এলওপি নং ৪৪১/২, সিএস এবং আরএস দাগ নং ৪৮৬, জমির পরিমাপ আনুমানিক ১ কাঠা ৪ ছটাক।

মোট জমির এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ৮ ছটাক বা ৪.১২ ডেসিমেল তদস্থিত টালির শেড পরিমাপ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট অবস্থিত নৈহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৫ (পুরানো), ২৪ (নতুন), হোল্ডিং নং ১৫০৭ ঋষি বঙ্কিম রোড। চৌহদ্দি : উত্তরে : কলোনি সীমা। দক্ষিণে : এলওপি ৪৪১/১ এবং ৪ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। পূর্বে : এলওপি নং ৪৪২। পশ্চিমে : এলওপি নং ৪৩৮।
**সম্পত্তি বীরেন সাহা এর নামে।**

**সম্পত্তি নং ৩**
- জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা থানা এবং এডিএসআর -নৈহাটি, জেএল নং ৫, মৌজা - দেউলপাড়া গ্রাম, এলওপি নং ৪৪১/১, সিএস এবং আরএস দাগ নং ৪৮৫, জমির পরিমাপ আনুমানিক ১ কাঠা ৪ ছটাক।
- জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, থানা এবং এডিএসআর -নৈহাটি, জেএল নং ৫, মৌজা- দেউলপাড়া গ্রাম, এলওপি নং ৪৪১/১, সিএস এবং আরএস দাগ নং ৪৮৬, জমির পরিমাপ আনুমানিক ১ কাঠা ৪ ছটাক ।

মোট জমির এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ৮ ছটাক বা ৪.১২ ডেসিমেল তদস্থিত টালির শেড পরিমাপ আনুমানিক ৪৯৩ বর্গফুট অবস্থিত নৈহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৫ (পুরানো), ২৪ (নতুন), হোল্ডিং নং ১২৩১ ঋষি বঙ্কিম রোড, । চৌহদ্দি : উত্তরে : এলওপি ৪৪১/২। দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : এলওপি নং ৪৩৮।
**সম্পত্তি বীরেন সাহা এর নামে।**

| ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা | ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ |
|---|---|
| **১. মেসার্স এপিট্যাক্সি** ২ নং কাপাসডাঙ্গা, পো -হুগলি, থানা : চুঁচুড়া হুগলি, পিন- ৭১২১০৩। **২. শ্রী আশুতোষ দে (স্বত্বাধিকারী)** পিতা জয়দেব চন্দ্র দে, শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট, ৭১/১৫, জি টি রোড, শ্রীবাসনগর, চুঁচুড়া, হুগলি, পিন - ৭১২১০৩। **আরও ঠিকানা :** পুরসভা হোল্ডিং নং ৫৬২/২৭৪/২২৮, মৌজা - কাপাসডাঙ্গা, জেলা এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস -হুগলি, থানা : চুঁচুড়া, হুগলি চুঁচুড়া পুরসভা, ওয়ার্ড নং ৮, পিন-৭১২১০৩। **৩. শ্রী পরিতোষ দে (জামিনদাতা)** পিতা জয়দেব চন্দ্র দে, ২ নং কাপাসডাঙ্গা, পো -হুগলি, থানা : চুঁচুড়া হুগলি, পিন- ৭১২১০৩। **আরও ঠিকানা :** পুরসভা হোল্ডিং নং ৫৬২/২৭৪/২২৮, মৌজা - কাপাসডাঙ্গা, জেলা এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস - হুগলি, থানা : চুঁচুড়া, হুগলি চুঁচুড়া পুরসভা, ওয়ার্ড নং ৮, পিন-৭১২১০৩। | ক) ৩২,৬৭,৩১৬.৬১ টাকা লোন এ/সি নং ***********৬২৮৮ অধীন, (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.১০.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) বকেয়া খ) ২৭.০১.২০২৬ গ) ২৩.০৬.২০২৬ |

**জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ**

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা অবস্থিত জেলা এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস -হুগলি, থানা : চুঁচুড়া, হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ৮ অধীন, হোল্ডিং নং ২৭৪/২২৮ , (পুরসভা হোল্ডিং নং ৫৬২/২৭৪/২২৮) জেএল নং ১০, মৌজা- কাপাসডাঙ্গা,সাবেক খতিয়ান নং ৬০৫ হাল খতিয়ান নং ৫৮৩, (এলআর খতিয়ান নং ২১৯৩), সাবেক দাগ নং ৪৫৫, হাল দাগ নং ১০৮৩, তদস্থিত ভবন নির্মাণ উক্ত প্লট জমিতে।
**সম্পত্তি পরিতোষ দে এর নামে।**

| ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা | ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ |
|---|---|
| **১. শ্রীমতি সফিকুল সেখ (স্বত্বাধিকারী সংস্থা)** **২. শ্রী শফিকুল শেখ (স্বত্বা),** পিতা মহ আবুবক্কর শেখ, উভয়ের গ্রাম : করিমপুর, (হসপিটাল পাড়া), পো এবং থানা : করিমপুর, নদিয়া -৭৪১১৫২ | ক) ১০,৮৫,৬১৫.৮৯ টাকা (দশ লাখ পঁচাশি হাজার ছশো পনের টাকা এবং উননব্বই পয়সা) লোন এ/সি নং ***********৬২৫৮ অধীন, দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া খ) ২৬.০৯.২০২৫ গ) ২৫.০৬.২০২৬ |

**জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৪ ডেসিমেল অবস্থিত জেলা - নদিয়া, থানা -করিমপুর, মৌজা- ৬ নং করিমপুর, সাবেক খতিয়ান নং ৩৩৩, এলআর খতিয়ান নং ২৩৩৬। আরএস দাগ নং ৩৩৬, এলআর দাগ নং ১৪৬৮, তদস্থিত ভবন নির্মাণ উক্ত জমিতে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ভারতী ঘোষের ভবন। দক্ষিণে : সুজিত মন্ডলের জমি। পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক। পশ্চিমে : আবুবক্কর শেখ এর সম্পত্তি।
**সম্পত্তি শফিকুল শেখ এর নামে।**

| ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা | ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ |
|---|---|
| **১. মেসার্স সোনা চিকেন,** হোল্ডিং /প্রেমিসেস নং ১০২/৭৭ গৌরবঙ্গ রোড, দক্ষিণ হাবড়া, ওয়ার্ড নং ১৪, দক্ষিণ হাবড়া উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২৬৩। **২. শ্রী অনুপ রায় (স্বত্বা),** পিতা মানিক রায়, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৬৩ | ক) ৩২,০৬,৫৪৩.৩০ টাকা (বত্রিশ লাখ ছয় হাজার পাঁচশ তেতাল্লিশ টাকা এবং তিরিশ পয়সা) লোন এ/সি নং ***********০১০৭ অধীন, ০৩.১২.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৯.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) খ) ২৯.১২.২০২৫ গ) ২৫.০৬.২০২৬ |

**জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৩.৩ শতক অবস্থিত মৌজা -হাবড়া, জেএল নং ৭২, আরএস নং ৩১৩, তৌজি নং ৪৪২, বর্তমানে ১৪, দাগ নং ১৪১১, এলআর দাগ নং ২৮৩৮, খতিয়ান নং ২৯৫, হাবড়া পুরসভার হোল্ডিং নং ১২৮/১১৯, ওয়ার্ড নং ১৩, সি বি বাই লেন-২, থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** দাগ নং ১৪১৪। **দক্ষিণে :** মিন্টু কর্মকারের সম্পত্তি। **পূর্বে :** সঞ্জিত মন্ডল এর সম্পত্তি এবং ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** প্রমোদ বসু এর সম্পত্তি।
**সম্পত্তি শ্রী অনুপ রায় এর নামে।**

তারিখ : ২৮.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

# তারাতলায় মৃত রানিগঞ্জের নবীন, উলকি দেখে শনাক্ত পরিবারেরর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ:** ‘রাতভর একের পর এক লাশকে নিয়ে আসতে দেখেছি। বারবার দৌড়ে গিয়েছি কেউ আসছে জানতে পেরে। অ্যাম্বুল্যান্সকে একের পর এক ফলো করছি। কোথাও খুঁজে পাইনি মেসোমশাইকে।’ বৃহস্পতিবার দুপুরে এসএসকেএম হাসপাতালের মর্গে মেসো নবীন সিংয়ের নিথর দেহ শনাক্ত করার পর কান্নায় ভেঙে পড়ে কথাগুলো বলছিলেন ভাগ্নি সিমরন। ‘দেহ থেঁতলে গিয়েছে, মুখ দেখলে চেনা যায় না। তবে হাতের উলকিটা দেখেই জানলাম মেসো আর নেই।’

গত বুধবার দুপুরে তারাতলায় নির্মীয়মান কারখানা ধসে নিখোঁজ হন রাণীগঞ্জের লায়েক বাঁধ ৩নং ধাওড়ার বাসিন্দা নির্মাণ শ্রমিক নবীন সিং। খবর পেয়ে স্বামীর খোঁজে কলকাতায় ছোটেন স্ত্রী নেহা দেবী, বড় ছেলে প্রিন্স ও বোনের মেয়ে সিমরন। মাসি ও ভাইকে সঙ্গে নিয়ে দিনরাত এক করে এসএসকেএম ও ধসে যাওয়া কারখানার সামনে ঘুরেছেন তাঁরা। শেষমেশ বৃহস্পতিবার দুপুরে প্লাস্টিক মোড়া কফিনে নবীনের দেহ পান।

নবীন সিংয়ের স্ত্রী নেহাদেবীর অভিযোগ, ‘একেবারে যেন পরিকল্পনা করে তাদের মেরে দেওয়া হল। এতগুলো মানুষ একসঙ্গে মরে যাওয়া যেন একটা পরিকল্পনার কারণে হয়েছে। কারণ মালিক তো জানতই যে নীচের কাঠামোটা মজবুত নেই, খুব নরম মাটিতে রয়েছে সব স্ট্রাকচার। তবুও কী ভাবে বহুদিন ধরে পড়ে থাকা কারখানার ওপরে কংক্রিট দিয়ে ঢালাইয়ের কাজ চলছিল?’

নেহাদেবী জানান, ‘আমাকে মাঝে মাঝে স্বামী দেখাত কতটা ভয়াবহ অবস্থায় কাজ করতে হয় তাদের। কঠিন পরিশ্রম করে ছোট্ট লোহার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যেতে হয়, তারপর জীবনকে বাজি রেখে চলে নির্মাণের কাজ। এইসব দেখে তাকে কাজ ছেড়ে বাড়িতে চলে আসতে বলেছিলাম। আগে হয়তো আমার কথা শুনে চলে এলে এমনটা হতো না।’ ‘বাড়িতে রোজগারের ওই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন। এখন বৃদ্ধ শ্বশুরমশাই ও তিন নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি কি করবো? কেমন ভাবেই বা চলবে আমাদের সংসার?’ চোখে জল নিয়ে প্রশ্ন নেহাদেবীর। দশম শ্রেণির প্রিন্স, সপ্তম শ্রেণির কোমল ও ছোট ছেলে আরিয়ানকে নিয়ে দিশেহারা তিনি।

‘শুনেছি সরকারের থেকে সহায়তা করা হবে। আহতদের ৫০ হাজার ও মৃত পরিবারগুলিকে দশ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। তবে আমার কাছে কেউ কিছু বলেনি। কবে করা হবে? কখন করা হবে? কিছুই জানি না।’ সরকারের কাছে একটা কাজের আবেদন জানিয়েছেন নেহা। ‘আমি যদি একটা কিছু কাজ পাই তা হলে কোনও ক্রমে তাদের নিয়েই সংসার চালিয়ে নেব।’ এখন একটাই আশা, সরকার যদি সাহায্য করে। আর কী শাস্তি জোটে ওই কারখানা মালিকের, সেদিকেই তাকিয়ে সকলে।

# বারাবনির ‘ত্রাস’ অসিত-সহ ধৃতদের কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরাল পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর গাড়িতে ও সভায় হামলার মামলার তদন্তে পুলিশি হেপাজতে থাকা ধৃত অসিত সিং, তাঁর ভাই বিশ্বজিৎ সিং এবং সহযোগী আকবর আলমকে শনিবার ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য ঘটনাস্থলে নিয়ে আসে পুলিশ।

কিন্তু একসময়ের অত্যাচারী ও চোর হিসেবে পরিচিত এই নেতাদের দেখামাত্রই ফেটে পড়ে জনরোষ। মারমুখী জনতা ধৃতদের লক্ষ্য করে তীব্র ‘চোর চোর’ স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি চটি ছুঁড়তে শুরু করে, এমনকি পুলিশের ঘেরাটোপ টপকে ধৃতদের দু’-এক থাপ্পড়ও লাগিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। শুধু তাই নয়, কোমরে দড়ি বাধা ধৃতদের বান্দর আখ্যা দিয়ে ডুগডুগি বাজাতে থাকে বিজেপি সমর্থক ও স্থানীয় জনগণ। ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তায় পরিস্থিতি কোনওমতে নিয়ন্ত্রণে এনে রিকনস্ট্রাকশন সারে পুলিশ।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের শেষ লগ্নে গৌরান্ডিতে শুভেন্দু অধিকারীর নির্বাচনী জনসভা বানচাল করতে বারাবনি তৃণমূল ব্লক সভাপতি, তৎকালীন জেলা পরিষদ সদস্য অসিত সিংয়ের নির্দেশেই আকবর ও বিশ্বজিৎরা হামলা চালিয়েছিল বলে অভিযোগ। সেদিন শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ি ভাঙচুর, বিজেপি কর্মীদের মারধর ও মোটরবাইকে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল এলাকা। ভোট-পরবর্তী হিংসায় বহু কর্মী ঘরছাড়া হয়েছিলেন, যাঁরা পরবর্তীতে উচ্চ আদালতের নির্দেশে বাড়ি ফেরেন। সেই দিনের ঘটনার তদন্তেই এদিন ধৃতদের গৌরান্ডি হাটতলায় নিয়ে আসা হয়েছিল।

এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর, পেয়ে ঝাড়খণ্ড সীমানার ডুবুরডিহি চেকপোস্ট থেকে বারাবনি ব্লক তৃণমূল সভাপতি অসিত সিং এবং তাঁর ভাই তথা পানুরিয়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ সিংকে গ্রেপ্তার করে

পুলিশ। একই সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর থেকে ধরা হয় আকবর আলমকে। ‘সিং ব্রাদার্সে’র আরক ভাই পিন্টু সিং আগেই ধরা পড়েছিলেন।

শুক্রবার আসানসোল আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিন আদালতে তোলার মুখেও ধৃতদের লক্ষ্য করে তীব্র বিক্ষোভ ও ডিম ছোড়ার চেষ্টা হয়েছিল।

## পুরুলিয়ায় চুরির অভিযোগে রাজস্থানের যুবক গ্রেপ্তার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া:** পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরের একটি সিমেন্ট দোকান থেকে ৪০ হাজার টাকা-সহ বিভিন্ন মালপত্র চুরির অভিযোগে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ রাজস্থানের এক যুবককে গ্রেপ্তার করল। তার নাম রাকেশ বাগারিয়া।

শুক্রবার গভীর রাতে তাকে রঘুনাথপুর শহরের বাঁকুড়া যাওয়ার রাস্তায় একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে থেকে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ তাকে আটক করে। পরে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ঐ যুবক চলতি ইংরেজি মাসের ২৪তারিখ রঘুনাথপুর শহরের একটি সিমেন্ট দোকানে চুরির ঘটনায় যুক্ত রয়েছে বলে সে স্বীকার করার পরেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার সকালে তাকে রঘুনাথপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে তিন দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। রঘুনাথপুর থানার পুলিশ ধৃত ওই যুবককে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও বিভিন্ন চুরির ঘটনায় সে যুক্ত আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হবে।

## ভাতারের দুই জনপ্রিয় তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার:** ভোট পরবর্তী হিংসায় মারপিট ও আর্থিক জরিমানা করার জন্য গ্রেপ্তার হল দুই তৃণমূল নেতা। শনিবার ধৃতদের পেশ করা হয় বর্ধমান আদালতে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে গ্রেপ্তার হচ্ছে একের পর এক তৃণমূল নেতা নেত্রীরা। এবার ভাতারের ২ তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ এবং বড়বেলুন ২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মানিক ঘোষ। অপরজন হল বড়বেলুন এক নম্বর অঞ্চলের পঞ্চায়েত সদস্য নজরুল শেখ। দু’জনকে শনিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে ভাতার থানার পুলিশ। এদিন তাদের আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িতে ওঠাতেই তাকে লক্ষ্য করে চোর স্লোগান দিতে থাকে থানা চত্বরে জড়ো হয়ে থাকা বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

## প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাগ্নে যুবনেতাকে দুর্নীতির অভিযোগে ডিম ছুড়ল জনতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: থানার লকআপ থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশের সামনেই ধৃত তৃণমূলের যুবনেতার ওপর শনিবার ডিম বৃষ্টি শুরু হয়। ঘটনাটি ঘটে কালনা মহকুমার নাদনঘাট থানায়। দুর্নীতির অভিযোগে শুক্রবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় পূর্বস্থলী ১ ব্লকের যুব তৃণমূল নেতা সৌভাগ্য মজুমদারকে।**

**প্রাক্তন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের ভাগ্নে নামে পরিচিত ছিল সে। তাকে শনিবার কালনা আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় তার ওপর ব্যাপক ভাবে ডিম নিক্ষেপ কর হয়। শাসক দলের কর্মী-সমর্থকদের একাংশ তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। বিশৃঙ্খলার মধ্যে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত গাড়িতে তুলে কালনা মহকুমা আদালতের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পুলিশের উপস্থিতিতেই এমন ঘটনা ঘটে যাওয়ায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। কারণ নিজের হাতে আইন তুলে না-নিয়ে আইনের পথে আইনকে চলতে দেওয়া উচিত বলে এলাকাবাসীর মত।**

# ধর্মান্তরের অভিযোগে উত্তাল আরামবাগ, ধৃত দুই মহিলা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** আর্থিক প্রলোভন ও ভয় ভীতি দেখিয়ে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষকে ধর্মান্তকরণের অভিযোগে দু’জন মহিলাকে আটক করে আরামবাগ থানার পুলিশ। এবারের ঘটনা আরামবাগের বেনেপুকুর এলাকার।

জানা গিয়েছে, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আরামবাগ জুড়ে খ্রিস্টান ধর্মের কিছু অসাধু লোকজন আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে হিন্দু ধর্ম থেকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করছেন বলে অভিযোগ উঠছিল। শনিবার বিকালে আরামবাগের বেনেপুকুর এলাকায় কয়েকটি দরিদ্র শ্রেণীর পরিবারকে আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে হিন্দু ধর্ম থেকে খ্রিস্টান ধর্মের স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করেন। প্রতিবেশীরা জানতে পেরে বিজেপি নেতৃত্বকে খবর দেয় এবং পাশাপাশি স্থানীয় মানুষ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী দু’জন মহিলাকে আটক করে। খবর দেওয়া হয় আরামবাগ থানায়। খবর পেয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হন। দু’জন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মহিলাকে থানায় আটক করে নিয়ে যান। তাদের হাতে বাইবেল থাকার পাশাপাশি রেজিস্ট্রার খাতা রয়েছে বলে অভিযোগ। এমনকি আরামবাগের বেনেপুকুর এলাকাতে একটি বিশাল আকার বাড়ি তৈরি করে বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই বাড়ি থেকেই খ্রিস্টান ধর্মান্তরিকরনের কাজ চলে বলে অভিযোগ। এদিন প্রতিবেশীরা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়।

প্রসঙ্গত, জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার এবং রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) চালুর পাশাপাশি ‘লাভ জিহাদ’ ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে কঠোর আইন আনা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কলকাতার রবীন্দ্র সদনে ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীতের সার্ধশতবার্ষিকী (১৫০ বছর) উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘোষণা দেন। আরামবাগের ঘটনা নিয়ে বিজেপি নেতা কাত্তিক দত্ত বলেন, আরামবাগের বেনে পুকুর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ভুল বুঝিয়ে, ঔষধের নাম করে, খ্রিস্টান মিশনারির বই পরিয়ে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছিল। আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে হিন্দু ধর্মের পিছিয়ে পড়া মানুষদের খ্রিস্টান ধর্মে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এদের মূল উদ্দেশ্য খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা। আর স্থানীয় মানুষ হাতেনাতে ধরেছে।’

অপরদিকে আরামবাগ আজাদপল্লির এসডিএ চার্চের ফাদার মানস কুমার দাস,‘বিষয়টা আপনার মুখে শুনলাম। জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা যায় না। ঘটনা কতটা সত্য সেটা প্রশাসন দেখবে। যদি এই ধরনের ঘটনা হয় তা নিন্দনীয়। প্রত্যেক মানুষই তার ধর্ম প্রচার করতে পারে। তা বলে প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করা যায় না। ঈশ্বরের সাধনা সম্পূর্ণ নিজস্ব বিষয়। প্রভু যীশু সকলের মঙ্গল করুক।’

## রিষড়ায় বধূর দেহ উদ্ধার, মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী স্বামী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** শনিবার গৃহবধূর দেহ উদ্ধারের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় রিষড়ায় তিন নম্বর নতুনগ্রামে। বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী স্বামীও। মৃতদের নাম মণিকা ওঝা (৩১) ও দীপঙ্কর সরকার (৩৭)। নতুনগ্রামে বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন তাঁরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ছ’বছরের মেয়েকে নিয়ে রিষড়ায় থাকতেন মণিকা। স্বামী দীপঙ্কর সরকার দিল্লিতে থাকতেন। শুক্রবার রিষড়ায় আসেন তিনি। শনিবার সকালে মণিকার দেহ উদ্ধার হয়। গলকাটা দেহ পড়েছিল বিছানায়। পাশেই ঘুমিয়েছিল তাঁর ছোট্ট মেয়ে। এদিকে এই ঘটনার পরে দীপঙ্করের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। দুপুরের পরে কলকাতা মেট্রোয় বেলগাছিয়া স্টেশনে লাইনে একজন ঝাঁপ মারেন বলে খবর আসে। মৃত্যুও হয়। পরে মেট্রোর তরফে জানানো হয়, মৃতের নাম দীপঙ্কর সরকার (৩৭)। রিষড়ার বাসিন্দা তিনি। সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই এই ঘটনা বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।

অভিযোগ, শুক্রবার রাতে মণিকাদের বাড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ পান প্রতিবেশীরা। কিন্তু শনিবার সকালে কোনও সাড়াশব্দ না-পেয়ে গেটের তালা ভাঙেন পড়শিরা। এর পরেই দরজা খুলে দেখেন মণিকা বিছানায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে। গলা কাটা, রক্ত বেরচ্ছে। পাশে ঘুমিয়ে রয়েছে মেয়ে। খবর পেয়ে রিষড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পুলিশের অনুমান, প্রথমে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় ওই তরুণীকে। এরপরে মৃত্যু নিশ্চিত করতে গলা কাটা হয়।

## দুর্ঘটনায় মৃত ডেলিভারি বয়, অবরোধ-বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** আসানসোলের জিটি রোডে পিকআপ ভ্যানের ঢাকায় মৃত এক ডেলিভারি বয়, আহত হয় আরও একজন। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের জিটি রোডে কুমারপুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত জনতা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুমারপুর ব্রিজের সামনে দ্রুত গতিতে এক পিকআপ ভ্যান ধাক্কা মারে বাইক আরোহী দুই ডেলিভারি বয়কে। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে কুণাল সিং নামে এক ব্যক্তির। আহত হয়েছেন সঙ্গে থাকা আদিত্য সাউ। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনার পর ঘাতক পিকআপ ভ্যানটি উল্টে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, পিকআপ ভ্যানের ড্রাইভার প্রাপ্তবয়স্ক নয়, এবং নেশাগ্রস্ত ছিল।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি। তিনি বলেন, যদি ঘাতক গাড়ির চালক নেশাগ্রস্থ থাকে তা হলে তার আইনত কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে আর যাতে সে কোন প্রকার গাড়ি চালাতে না-পারে, তার ব্যবস্থা করা হবে। বিধায়কের অনুরোধে পথ অবরোধ তুলে নেয় উত্তেজিত জনতা।

# হঠাৎ পরিদর্শনে স্কুলের হাল দেখে স্তম্ভিত পান্ডুয়ার বিজেপি বিধায়ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** হুগলির পান্ডুয়ার কোঁচমালি বোড়াগড়ি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র স্কুলে চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড সবই আছে। নেই শুধু পড়ুয়া। ২০০৫ সালে চালু হওয়া এই স্কুলে একসময়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল শতাধিক। এখন খাতায়-কলমে ১৮ জন থাকলেও, নিয়মিত স্কুলে যায় মাত্র চার জন। আর এই চার ছাত্রের জন্য রয়েছেন তিন শিক্ষক। তাঁদের মধ্যে একজন ক্যানসার আক্রান্ত। তিনিও অনেক দিন ধরে অনুপস্থিত। শনিবার হঠাৎ পরিদর্শনে গিয়ে স্কুলের এমন হাল দেখে স্তম্ভিত হয়ে গলেন পান্ডুয়ার বিজেপির বিধায়ক তুষার মজুমদার। তাঁকে কাছে পেয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয়রাও।

স্থানীয়দের অভিযোগ, একসময় এই স্কুলে অনেক ছাত্র পড়ত। কিন্তু এখন আর কোনও অভিভাবকই তাঁদের সন্তানকে এই স্কুলে পড়তে পাঠান না। কারণ পড়াশোনা ঠিক মতো হয় না। তাই বাধ্য হয়েই কয়েক কিলোমিটার দূরে মেমারি, দেবীপুর, বৈচিগ্রাম স্কুলে পাঠানো সন্তানদের পড়তে পাঠান তাঁরা। বিধায়কও স্কুল পরিদর্শনের পরে বলেন, ‘এই স্কুলের দরজা-জানলার অবস্থাও খারাপ। ভেঙে গিয়েছে। স্কুলে মাত্র চার জন ছাত্র। মর্নিং স্কুলে চার জন ছাত্র উপস্থিত হয়েছিল। শিক্ষক তিন জন তাদের হাজিরাও ঠিক মতো নেই। শিক্ষকের অভাব রয়েছে।’

পূর্বতন সরকারকে কটাক্ষ করে বিধায়ক বলেন, ‘বিগত সরকার এ সব দিকে কোনও নজর দেয়নি। ওদের নজর ছিল ব্যবসার দিকে। বেসরকারি স্কুলের দিকেই ওদের নজর ছিল। একের পর এক ধ্বংস করেছে। ওই সরকার শুধু মদের উপর চলেছে। তৃণমূল শুধু নীল-সাদা রংই করেছে। আর কিছুই করেনি। আমি পরিদর্শন করে গেলাম। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আমি সমস্ত তথ্য দেব। স্কুলের শিক্ষককেও নির্দেশ দিয়েছি, স্কুলের সমস্ত তথ্য আমায় দিতে। আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী কিছু ব্যবস্থা করবেন।’

# বিদেশে পৌঁছল মালদার আম

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** ফুটবল বিশ্বকাপের মরশুমের মধ্যেই অবশেষে ইতালি, ইউরোপে পৌঁছল মালদার দেড় হাজার মেট্রিক টন বিভিন্ন প্রজাতির সুস্বাদু আম। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বাণিজ্য দপ্তরের সহযোগিতা নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে আম রপ্তানি হওয়ায় সাধুবাদ জানিয়েছে মালদার ব্যবসায়ী মহল ও ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। তাদের দাবি, মালদা আমের প্রসার বিশ্ব মানচিত্রে আরও বেশি করে সাফল্য আনবে।

মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার ব্লকের অমৃতি এলাকা থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) রপ্তানির জন্য ১,৫০০ কেজি উৎকৃষ্ট মানের আম্রপালি আমের একটি চালান পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও, জিএপি-ভিত্তিক আম ক্লাস্টারের অধীনে উৎপাদিত লক্ষণভোগ এবং অন্যান্য উন্নত রপ্তানিযোগ্য জাতের আমও মিলান (ইতালি) এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ-সহ আন্তর্জাতিক গন্তব্যে পাঠানো হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৬ মেট্রিক টন আম রপ্তানি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মালদা জেলা প্রশাসন তআমার মালদাদ ঘোষণা করেছে, যেখানে আম সম্পর্কিত সমস্ত উদ্যোগকে একটি ছাতার নিচে আনার

প্রচেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে। জেলা প্রশাসন কর্তৃক আইসিএআর-সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর সাবট্রপিক্যাল হর্টিকালচার (সিআইএসএইচ)-এর মালদা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র (কেভিকে)-এর সাথে দৃঢ় সমন্বয়ে প্রচারিত জিএপি-ভিত্তিক আম ক্লাস্টার উদ্যোগের অধীনে এই মাইলফলকটি অর্জিত হয়েছে। এই ক্লাস্টারের সাথে যুক্ত কৃষকেরা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত উত্তম কৃষি পদ্ধতি (জিএপি) গ্রহণ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ফল ব্যাগিং, সমন্বিত কীট ও রোগ ব্যবস্থাপনা, সুষম পুষ্টি প্রয়োগ, ক্যানোপি ব্যবস্থাপনা, বাগান পরিচ্ছন্নতা এবং ফসল তোলার আগে ও পরে উন্নত ব্যবস্থাপনা। এই পদক্ষেপগুলো কঠোর আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতি নিশ্চিত করেছে, যা মালদার আমকে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক করে তুলেছে।

মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, এই রপ্তানির সাফল্য জিএপি প্রোটোকলের অধীনে বৈজ্ঞানিক আম চাষের রূপান্তরমূলক প্রভাব প্রদর্শন করে। মালদার কৃষকেরা গুণগত মানের উৎপাদনের প্রতি অসাধারণ অভিযোজন ক্ষমতা এবং প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছেন, যা তাদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য নতুন আন্তর্জাতিক পথ খুলে দিয়েছে। এবারে মালদার আমের বিশ্বব্যাপী বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, এবং আমরা ‘আমার মালদা’র অধীনে এই ধরনের উদ্যোগগুলোকে আরও প্রসারিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

## প্রচণ্ড তাপে ট্র্যাফিক পুলিশের মাথায় ছাতা ধরলেন মহিলা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** প্রখর রোদ, তীব্র গরম, সবকিছুকে উপেক্ষা করে প্রতিদিনের মতোই নিজের দায়িত্বে অবিচল ট্র্যাফিক পুলিশকর্মীরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে তাঁদের সহ্য করতে হয় অসহনীয় রোদের তাপ। সেই কঠিন বাস্তবের মধ্যেই দুর্গাপুরের মুচিপাড়া এলাকায় ধরা পড়ল এক হৃদয়ছোঁয়া মানবিক মুহূর্ত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাঙ্গা স্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এক মহিলা লক্ষ্য করেন, এক ট্রাফিক পুলিশকর্মী দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রখর রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কর্তব্য পালন করছেন। এক মুহূর্তও দেরি না-করে তিনি নিজের হাতে একটি ছাতা তুলে ধরেন পুলিশকর্মীর মাথার ওপর। সামান্য এই উদ্যোগে কিছুটা হলেও রোদের তীব্রতা থেকে স্বস্তি পান কর্তব্যরত পুলিশকর্মী।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, স্থানীয়দের দাবি অনুযায়ী এটি কোনও একদিনের ঘটনা নয়। প্রায় প্রতিদিনই ওই মহিলা যখন দেখেন ট্র্যাফিক পুলিশ রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন, তখনই তিনি ছাতা নিয়ে এগিয়ে আসেন। নিঃস্বার্থ এই মানবিক আচরণ আজ এলাকাবাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছে এবং অনেকের কাছেই হয়ে উঠেছে সহমর্মিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

## দিল্লি গাড়িবোমা বিস্ফোরণ

# চার্জশিটে আরও ৩ কাশ্মীরির নাম

**নয়াদিল্লি, ২৭ জুন:** দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে গাড়িবোমা বিস্ফোরণের মামলায় অতিরিক্ত চার্জশিট জমা পড়ল আদালতে। তাতে অভিযুক্ত হিসাবে তিন জনের নাম উল্লেখ রয়েছে। তিন জনই জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা। তালিকায় রয়েছেন মুজফ্ফর আহমেদ ওরফে ফারাজ ওরফে জাফর নামে এক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞও। তিনিও ফরিদাবাদের আল্ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বিস্ফোরণের পর থেকে তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সম্প্রতি দিল্লির পাতিয়ালা হাউজ আদালতে দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডের অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দিয়েছে এনআইএ। গাড়িবোমা বিস্ফোরণে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে একটি বিবৃতিও দিয়েছে এনআইএ। সেখানে পলাতক চিকিৎসক মুজফ্ফরের প্রসঙ্গেও উল্লেখ রয়েছে। এনআইএ জানিয়েছে, বিস্ফোরণে অন্যতম অভিযুক্ত চিকিৎসক আদিল আহমেদের দাদা মুজফ্ফর। তাঁর এমবিবিএস এবং এমডি ডিগ্রি রয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, জঙ্গিগোষ্ঠী আল-কায়েদার শাখা সংগঠন 'আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দ (এজিইউএইচ) ইন্টেরিম'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মুজফ্ফর। গত বছরের নভেম্বরে লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের অন্যতম মূল ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন তিনি।

দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে আগেই উঠে এসেছে চিকিৎসক-জঙ্গি মডিউলের কথা। ওই জঙ্গি মডিউলের বেশ কয়েক জনে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তারও করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। ধৃতদের মধ্যে অনেকেই জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা।

তাঁরা আল্ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও কোনও না কোনও ভাবে জড়িত ছিলেন। এ বার সেই তদন্তের সূত্র ধরে আরও তিন জনের নাম পেলেন তদন্তকারীরা।

## উপগ্রহচিত্রে ভেনেজুয়েলার ধ্বংসস্তূপের ছবি

# মৃতের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৯২০, নিখোঁজ ৪০ হাজারের বেশি

**কারাকাস, ২৭ জুন:** পর পর দু'টি ভূমিকম্প এবং কয়েকটি আফটার শকে বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ৯২০ জন মানুষের প্রাণ কেড়েছে এই ভূমিকম্প। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্যারিবিয়ান সমুদ্রবর্তী শহর লা গুয়াইরা শহর। মাত্র ৩৯ সেকেন্ডের ব্যবধানে আঘাতহানা দু'টি ভূমিকম্প এবং তার সঙ্গে হওয়া কয়েক ডজন আফটার শকে ওই শহরের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার একটি প্রমাণ মিলল উপগ্রহচিত্রে।

গত বুধবার পরপর দু'টি ভূমিকম্প হয়েছে লাতিন আমেরিকার দেশটিতে। ভূ-বিজ্ঞানীরা পর পর এই কম্পনকে 'ডাবলেট' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। লা গুয়াইরা থেকে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের উত্তরাংশে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়েছে। সারা দেশে এখনও পর্যন্ত ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন বলে খবর। বহু মানুষ খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাচ্ছেন। বেশির ভাগ জায়গায় বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন। স্কুল-কলেজ আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। ভূ-বিজ্ঞানীরা বলছেন, গত শতাধীর মধ্যে ভেনেজুয়েলায় যত ভূমিকম্প হয়েছে, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং অন্যতম শক্তিশালী ভূমিকম্পগুলির মধ্যে একটি ছিল এ বারের। প্রথমে ৭.২ মাত্রার একটি কম্পন হয়েছিল। তার মাত্র ৩৯ সেকেন্ড পরে একই এলাকায় ৭.৫ মাত্রার একটি কম্পন অনুভূত হয়। ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস)-র সতর্কতা, ১০ হাজার থেকে এক লক্ষ পর্যন্ত মানুষের প্রাণহানি হয়ে থাকতে পারে। ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রোড্রিগেস দ্রুত দেশ জুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ এবং আবাসন পুনর্নির্মাণে সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের দেওয়া সাহায্য থেকে ২০০ মিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল গঠন করা হবে। চলতি বছরের ২২ জুনের উপগ্রহচিত্রে দেখা যাচ্ছে ঝাঁ চকচকে, শান্ত একটি শহর। কংক্রিট এবং সবুজের মেলবন্ধন রয়েছে। কিন্তু উঁচু উঁচু সেই অফিস-বাড়িগুলো মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ২৫ জুনের উপগ্রহ চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, কয়েকটি উঁচু ইমারত একেবারে মাটিতে মিশে গিয়েছে। কয়েকটি গিয়েছে হেলে। গাছপালার অবস্থাও তেমনই।

# ডিএমকে-র সঙ্গ ছাড়ল আরও এক জোটসঙ্গী

**চেন্নাই, ২৭ জুন:** বিধানসভা নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়। ভোটের পর আরও অপ্রত্যাশিতভাবে একের পর এক শরিকের সঙ্গ ছাড়া। তামিল রাজনীতিতে এই মুহূর্তে বেশ কোণঠাঁসা এমকে স্ট্যালিনের ডিএমকে। সেই বিপর্যস্ত ডিএমকে-কে আরও নিঃসঙ্গ করে দিলেন তামিল রাজনীতির পরিচিত মুখ ভাইকো। ৯ বছর পর তামিলভূমে ডিএমকে নেতৃত্বাধীন সেকুলার প্রোগ্রেসিভ অ্যালাইন্স ছাড়ল ভাইকোর দল এমডিএমকে।

তামিলনাড়ুতে ভাইকো পরিচিত নাম। ২০১৭ সাল থেকে তাঁর দল স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন জোটে ছিল। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সেভাবে সম্মান পাননি তিনি। বড় শরিক হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ৪ আসনে লড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তাঁদের। সেটাও নিজেদের প্রতীকে নয়। ভাইকোর দলকে লড়তে হয়েছে ডিএমকের সূর্য প্রতীক নিয়ে। ভাইকোর তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলা হয়েছে, 'আমাদের নিজস্বতার সঙ্গে আপস করতে হয়েছে।'

ভাইকো সঙ্গে ছাড়াই তামিল রাজনীতিতে আরও নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন স্ট্যালিন। এমনিতেই ভোটের ফলপ্রকাশের পর একে একে তাঁর সঙ্গ ছেড়েছে কংগ্রেস, সিপিআই, সিপিএম, মুসলিম লিগের মতো দলগুলি। এবার সেই তালিকায় এমডিএমকে। শোনা যাচ্ছে, স্ট্যালিনের সঙ্গ ছেড়ে এমডিএমকে বিজয়ের সঙ্গে জোটে যেতে পারেন। আসলে যে পেরিয়ারবাদী রাজনীতি এতদিন ডিএমকে করে এসেছে, সেটা একপ্রকার হাইজ্যাক করে নিয়েছেন বিজয়। যদিও প্রকাশ্যে বিজয় বলেন, 'আমরা পেরিয়ারবাদী নই। ধর্মে বিশ্বাস করি।' কিন্তু তাঁর রাজনীতির ধরন অনেকটাই স্ট্যালিনের মতো।

# 'একনাথ শিন্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন ১৪ জন বিধায়ক'

**মুম্বই, ২৭ জুন:** মহারাষ্ট্রে শিন্ডেসেনার মন্ত্রীর দাবি ঘিরে জল্পনা শুরু। মন্ত্রী গুলাবরাও পাতিলের দাবি, 'অপারেশন টাইগার ৩.০' শুরু হয়ে গিয়েছে। উদ্ধব শিবিরের ২০ জন বিধায়কের মধ্যে ১৪ জনই যোগাযোগ রাখছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের সঙ্গে। শীঘ্রই তাঁরা শিন্দে শিবিরে যোগ দেবেন।

বুধবার উদ্ধবের সভাপতিত্বে 'মহাবিকাশ আঘাড়ী' জোটের (এমভিএ) পরিষদীয় দলের বৈঠক। সেই বৈঠকে ৬০ বিরোধী বিধায়কের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ৩৭ জন। তার পর থেকেই উদ্ধব শিবিরের পরিষদীয় দলে ভাঙনের জল্পনা শুরু হয়। গুলাবরাও সেই জল্পনা আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিলেন। সম্প্রতি উদ্ধব শিবিরের সংসদীয় দলে ভাঙন ধরে। একসঙ্গে লোকসভার ছ'জন সাংসদ বিদ্রোহ ঘোষণা করে শিন্দে শিবিরের সঙ্গে জুড়ে যান। তার পর পরই গুলাবরাওয়ের এহেন মন্তব্য প্রকাশ্যে এল। তিনি বলেন, ''কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। ১৪ জনের বেশি বিধায়ক একনাথ শিন্ডের সঙ্গে জুড়বেন। শিন্ডে কথা বলেন না বেশি, তিনি নিজের দাঁড়িতে হাত বোলান। আর যখন তিনি এমন করেন তখনই 'অপারেশন টাইগার' সফল হয়।''

শিন্ডে শিবিরের আর এক মন্ত্রী উদয় সামন্ত যদিও সরাসরি গুলাবরাওয়ের দাবি মানছেন না। তাঁর মতে, 'এমভিএর বিধায়কেরাই যদি চান যে তাঁরা একনাথ শিন্ডের নেতৃত্ব মেনে নেবেন, তবে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। তাঁরা যদি দলে যোগ দিতে চান, আমরা কেন বারণ করব?'

## ময়দান

# লিগ শুরুর আগে নতুন স্পনসরের খোঁজে আইএফএ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আসন্ন কলকাতা লিগের আগে ফের নতুন স্পনসরের খোঁজে আইএফএ। গত দুই বছর বাইপাসের ধারের এক বেসরকারি সংস্থাকে বানিজ্যিক পার্টনার হিসেবে পেয়েছিল বাংলার ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। সেই মতো কলকাতা ফুটবল লিগ ও আইএফএ শিল্ড সহ বেঙ্গল সুপার লিগও আয়োজিত হয়েছিল তাদের স্পনসরশিপে। কিন্তু গত মরশুমে বড় অঙ্কের অর্থ বকেয়া রয়েছে এই বেসরকারি সংস্থার থেকে, যা নিয়ে আইএফএ চিঠি দিলেও কোনও উত্তর মেলেনি ওই সংস্থার তরফে। এই পরিস্থিতিতে সেই সংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সম্পর্ক ছিন্ন করেছে আইএফএ। এবার নতুন বানিজ্যিক পার্টনার পাওয়ার জন্য দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি জারি করল আইএফএ।

যেখানে কলকাতা লিগ, বেঙ্গল সুপার লিগ ও আইএফএ শিল্ডের বানিজ্যিক অধিকার প্রদানের জন্য যোগ্য সংস্থার খোঁজ করছে।

এদিকে আসন্ন কলকাতা লিগ প্রিমিয়ার ডিভিশন সম্প্রচারিত হতে চলেছে নাম্বার টেন স্পোর্টস ওয়েবসাইট ও অ্যাপে। সম্প্রতি এই চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়েছে সদ্য সমাপ্ত বেঙ্গল টি২০ লিগের মহিলাদের খেলাগুলি। ইতিমধ্যেই লটারি করে হয়ে গিয়েছে গ্রুপ বিন্যাসও। তাতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান গ্রুপ এ -তে রয়েছে। লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডে হবে মেগা ডার্বি।

# কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ ভারত, হারের ব্যাখ্যায় অভিষেক শর্মা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারেনি ভারত। ৩৪ রানের হারের পর দলের ব্যর্থতার কারণ তুলে ধরেছেন ওপেনার অভিষেক শর্মা। তাঁর মতে, দ্রুত কন্ডিশনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারার মূল্যই দিতে হয়েছে ভারতকে। বেলফাস্টে টসের পর ব্যাট করতে নেমে আয়ারল্যান্ড ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৮২ রান তোলে। দলের হয়ে অধিনায়ক লরকান টাকার অর্ধশতরান করে ইনিংসের ভিত গড়ে দেন। জবাবে শুরু থেকেই চাপের মুখে পড়ে ভারতের ব্যাটিং। নিয়মিত উইকেট হারিয়ে ১৮.৫ ওভারে ১৪৮ রানেই থেমে যায় সফরকারীদের ইনিংস।

ভারতের হয়ে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিলেন অভিষেক শর্মা। মাত্র ২০ বলে ৫০ রান করে তিনি লড়াই চালিয়ে গেলেও অন্য প্রান্ত থেকে প্রয়োজনীয় সমর্থন পাননি। ফলে তাঁর ঝড়ো ইনিংসও পরাজয় ঠেকাতে পারেনি।

ম্যাচ শেষে অভিষেক বলেন, একের পর এক ম্যাচ খেলতে হলে নতুন পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সীমিত অনুশীলনের মধ্যেই কন্ডিশন বুঝে নিজেদের প্রস্তুত করতে হয়। ভারত সেটাই করতে চেয়েছিল, কিন্তু এদিন সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি।

আয়ারল্যান্ডের বোলাররা শুরু থেকেই ভারতীয় ব্যাটারদের চাপে রাখেন। ম্যাথিউ হামফ্রিজ ও ম্যাট হলার্ড ৩টি করে উইকেট নিয়ে ভারতের ব্যাটিং ভেঙে দেন। অভিষিক্ত জয় মুদ্রাও দারুণ বোলিং করে ৪ ওভারে ২৫ রান দিয়ে ২টি উইকেট তুলে নেন।

ঐতিহাসিক এই জয়ে ভারতের বিপক্ষে সব ধরনের ক্রিকেটে প্রথমবারের মতো জয়ের স্বাদ পেল আয়ারল্যান্ড। স্বাগতিকদের জন্য এটি স্মরণীয় এক সাফল্য, আর ভারতের জন্য বড় সতর্কবার্তা।

এখন সব নজর সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে। প্রথম ম্যাচের ভুল শুধরে সমতায় ফিরতে মরিয়া ভারত। অন্যদিকে প্রথম জয়ের আত্মবিশ্বাস ধরে রেখে আরেকটি জয় তুলে নিয়ে সিরিজ নিশ্চিত করতে চাইবে আয়ারল্যান্ড। ফলে শেষ ম্যাচ ঘিরে দুই দলের লড়াই আরও জমে ওঠার অপেক্ষায় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

# আর্জেন্টিনার সামনে নকআউটে কেপ ভার্দে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিশ্বকাপের অভিষেকেই ইতিহাস গড়ে চলেছে কেপ ভার্দে। গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থেকে শেষ ৩২-এ উঠে এবার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হতে চলেছে আফ্রিকার ছোট্ট দ্বীপদেশটি। শেষ ম্যাচে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে ৩ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে 'এইচ' গ্রুপের রানার্স আপ হিসেবে নকআউটে জায়গা নিশ্চিত করেছে তারা। গ্রুপ পর্বে কেপ ভার্দের পারফরম্যান্স ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রথমে স্পেনের মতো প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে গোলশূন্য ড্রয়ে আটকে দেয় তারা। এরপর উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ২-২ ড্র করে আরও বড় চমক দেখায়। শেষ ম্যাচে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে ০-০ ফল করেই ইতিহাস গড়ে নকআউট নিশ্চিত করে কেপ ভার্দে। এবার শেষ ৩২-এর লড়াইয়ে তাদের সামনে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। আগামী ৪ জুলাই মায়ামিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। গ্রুপ পর্বে কেপ ভার্দের পারফরম্যান্স দেখে আর্জেন্টিনা নিশ্চয়ই প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে নেওয়ার ভুল করবে না। অন্য ম্যাচে উরুগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্পেন। ম্যাচের একমাত্র গোলটি আসে ৪২ মিনিটে। স্পেনের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার অ্যালেক্স বায়েনার শট উরুগুয়ের ৪০ বছর বয়সি গোলরক্ষক ফার্নান্দো মুসলেরা ডাইভ দিয়েও ঠিকমতো আটকাতে পারেননি। তাঁর হাত ফসকে বল জালে জড়িয়ে যায়। প্রথমার্ধ শেষেই মুসলেরাকে তুলে নেন কোচ মার্সেলো বিয়েলসা। স্পেন ম্যাচজুড়ে আরও একাধিক সুযোগ তৈরি করে। ৮৭ মিনিটে ফেরান তোরেসের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন উরুগুয়ের মিডফিল্ডার গুস্তিন কানোবিও।

# মার্কিন পাসপোর্টে নিজের ছবি দিয়ে বিশেষ বার্তা ট্রাম্পের

**ওয়াশিংটন, ২৭ জুন:** আমেরিকার মুদ্রা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিজের নাম ও প্রতিকৃতি রাখার বন্দোবস্ত করেছেন আগেই। কেনেডি সেন্টারের নাম বদল করতে গিয়ে সম্প্রতি আদালতে ধাক্কাও খেয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ বার তাঁর দেশের পাসপোর্টেও নিজের ছবি ছাপিয়ে ফেললেন।

আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ২৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ এক স্মারক পাসপোর্ট চালু করছে ট্রাম্প সরকার। সেই 'প্যাট্রিয়ট পাসপোর্টে' রয়েছে ট্রাম্পের ছবি। শুক্রবার নতুন মার্কিন পাসপোর্টের নকশা উন্মোচন করেছেন স্বয়ং ট্রাম্প। তাতে ট্রাম্পের কঠোর মুখভঙ্গির একটি ছবি রয়েছে। সমাজমাধ্যমে সেই ছবি পোস্ট করে ট্রাম্প লিখেছেন, 'আমেরিকার নতুন পাসপোর্ট। এখানে লেখা আছে; স্বাগত, তবে ভদ্র হোন।'

হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়েছে, 'প্যাট্রিয়ট পাসপোর্ট' প্রাথমিক ভাবে সীমিত সংখ্যায় ছাড়া হবে। ওই স্মারক পাসপোর্টের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্পের ছবিটির পিছনে আমেরিকার জাতীয় পতাকা এবং ১৭৭৬ সালে টমাস জেফারসন প্রকাশিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রয়েছে। ট্রাম্পের ছবিটি হোয়াইট হাউসের আলোকচিত্রী ড্যানিয়েল টোরোকের তোলা একটি ছবির ভিত্তিতে তৈরি করা বলে মনে হচ্ছে। বিপরীত পাতায় ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে প্রেসিডেন্টের সোনালি রঙের স্বাক্ষরের ছবি রয়েছে। সেই সঙ্গে লেখা রয়েছে- 'ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা ২৫০'।

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**KMDA**
**Corrigendum Notice of e-NIT No. 01/SE(P)/W&S/KMDA of 2026-2027**
**With reference to above NIT the following change has been made.** Please read last date & time for online Bid Submission 10.07.2026 at 18:45 hrs. in place of 06.07.2026 at 18:45 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-183)** **www.kmda.wb. gov.in, www.wbtenders.gov.in**
**ICA- T11233(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**KMDA**
**Corrigendum Notice of e-NIT No.: 02/EE/ED-VIII/EM/KMDA/ T-02 of 2025-26 (1st Call)**
With reference to above NIT the following change has been made. Please read last date & time of Online Bid submission is 07.07.2026, Time: 12:30 hrs. in place of 06.07.2026 Time: 12:30 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-198)** **www.kmda.wb. gov.in, www.wbtenders.gov.in**
**ICA- T11237(1)/2026**

A Notice Inviting Tender (NIT) for Purchasing & lifting of Old and Torn Papers / materials, Sweeping & Wrapper, Gazetted Newspaper Magazine, Cartoon Board, Soiled Papers, other Papers, Iron/ Steel Scrap, Broken Wooden Furniture, Broken Steel/ Iron Furniture etc. from the different office of the Collectorate, South 24 Parganas has been floated with Tender ID.**QSF/NZ-02/30 vide memo no.985/NZ DT. 27.06.2026**
For details, please visit- **www.s24pgs.gov.in**
**Sd/-**
**Additional District Magistrate (Gen.) South 24-Parganas, Alipore**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপ্রভাত

# আইসিএসে প্রথম স্থানাধিকারী প্রথম ভারতীয়

## স্যার অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি

**ড. বিমলকুমার শীট**

দেশে দেশে কেবল উপনিবেশ স্থাপন নয়, তাকে টিকিয়ে রাখা জরুরী । কোম্পানি শাসনের অবসানের পর শক্ত হাতে ভারত শাসনের রাশ হাতে নিল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট । সে দেশের অনুকরণে ভারতে ভূমিরাজস্ব থেকে প্রশাসন সর্বস্তরে ব্রিটিশ নিয়ম কানুন প্রবর্তন হল । ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) ছিল ব্রিটিশ ভারতের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্যাডার । প্রায়শই এদের ব্রিটিশ রাজের 'ইস্পাত কাঠামো' বলা হতো । ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত স্থায়ী এই পরিষেবাটি ইম্পেরিয়াল সিভিল সার্ভিস নামে পরিচিত । অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে ভারতীয়রা আইসিএস হতে পারত । এমন গৌরবজনক পদে প্রথম ভারতীয় আইসিএস অফিসার হলেন (১৮৬৩) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর । আর আইসিএস পরীক্ষায় সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ৬২জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম ভারতীয় যিনি প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন তিনি হলেন অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জী (১৮৭৪-১৯৫৫)। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভারতীয় সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তা, কুটনীতিক ও প্রশাসক । নানা দিক দিয়ে তাঁর কর্মকাল বেশ স্মরণীয় ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রধান ও অভিজাত প্রশাসনিক সংস্থায় ১ম ভারতীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা জানি যিনি বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে নিযুক্ত হন । তিনি ছিলেন ৪৩তম ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ্যতা অর্জনকারী প্রথম ভারতীয় । সে সময় বোম্বে প্রেসিডেন্সি গঠিত ছিল মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও সিন্ধু প্রদেশের অংশ বিশেষ নিয়ে । বদলির চাকরির সূত্রে সারা ভারত ঘুরেছেন, অনেকগুলি ভারতীয় ভাষা শিখেছিলেন। ৩০ বছর তিনি আইসিএস পদে ছিলেন । ১৮৯৭ সালে মহারাষ্ট্রের সাতারার জজ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন । নারী মুক্তি আন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখ্য । ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত ২০ জন ভারতীয় আইসিএস পাশ করেছেন তার মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, বিহারীলাল গুপ্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ দে, অতুলচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ছিলেন বাঙালি আইসিএস । অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জী ১৮৯৬ সালে আইসিএস পরীক্ষায় ১ম স্থান লাভ করেন ভারতীয় হিসাবে যা গর্বের বিষয়। অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জী ১৮৭৪ সালের ২৪ নভেম্বর উত্তর কলকাতায় শ্যামপুকুর এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন । প্রথমে হেয়ার স্কুল তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ চুকিয়ে বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ডে যান । সেখানে কেমব্রিজের কিংস কলেজে ভর্তি হয়ে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন । সেকালে সম্মান জনক আইসিএস পদ বাঙালি যুবাদের কাছে এক রূপকথার স্বপ্নের মতো । তাই তারা স্বপ্ন সফল করার জন্য বাস্তবে নিজেকে লড়িয়ে দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত না হয়। পরীক্ষা হত ইংলণ্ডে পরে বিংশ শতকে ভারতের দিল্লিতে হয় । অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হব কেন' ? প্রবন্ধে লিখেছেন- 'তৃতীয় দশকেও গোখলের উক্তি বৃথা হয় না । সর্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন 'দেশবন্ধু' হন, স্বরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠা করে কাউনসিল দখল করেন । কিন্তু সরকার দখল করতে পারেন না । তার বদলে কলকাতা (মিউনিসিপাল) করপোরেশন করায়ও করতে সক্ষম হন । সত্যেন্দ্রনাথ বসু আইনস্টাইনের সঙ্গে মিলে বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিসটিকস বার করেন । তার একার নামে বোস নামক একটি কণা নামাঙ্কিত হয়েছে । এমন ভাগ্য আর কোনও ভারতীয়ের হয় নি । অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আইসিএস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী প্রথম ভারতীয় । তিনিই হলেন প্রথম ভারতীয় হাই কমিশনার অব ইণ্ডিয়া ইন গ্রেট ব্রিটেন । এটা একটা কূটনীতিক পদ । কোনও ইংরেজ সিভিলিয়ানকেও এ পদ দেওয়া হয় নি । এর তাৎপর্য, নামে না হলেও ভারত একটি ডোমিনিয়ন । আর ডোমিনিয়ন কার্যত স্বাধীন'।

অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জী আইসিএস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে যুক্তপ্রদেশে আইসিএস কর্মকর্তা হিসাবে সরকারি চাকরি করেন । ১৯১৯ সালে ঐ প্রদেশের চিফ সেক্রেটারি হন । তারপর তিনি যুক্তপ্রদেশ সরকারে শিল্প কর্মকর্তা হিসাবে কিছুকাল কাজ করেন । ওয়াশিংটনের এবং তারপর ১৯২১ ও ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন । ১৯২৬ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জী আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন এবং এর সহ-সভাপতি ও পরে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়ে ছিলেন । তিনি লীগ অফ নেশনস সহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক ফোরামে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন । ১৯৩০ সালে তিনি লন্ডনে নৌসম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন । ১৯২১ সালে অতুলচন্দ্র ভারতের ইহুদী বড়লাট লর্ড রিডিং (১৯২১-১৯২৬)এর অধ্যক্ষ সভার সদস্য হন । ১৯২৩-২৪ সালে বড়লাটের শাসন পরিষদের শিল্পমন্ত্রী ও ১৯২৫-৩১ সাল লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন । এই পদে থাকাকালীন তিনি ইণ্ডিয়া হাউস নির্মাণের নেতৃত্ব দেন । যেখানে আজও ভারতীয় হাই কমিশন অবস্থিত । এর আগে এই পদে ছিলেন স্যার দাদিবা মেরওয়ানজি দালাল । ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি জাতি সংঘের কেন্দ্রীয় আফিম বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন । ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের জন্য সেক্রেটারি অফ স্টেটের উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করেছেন । অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জী শিল্পকলাতেও আগ্রহী ছিলেন । তিনি বিশ বছর ধরে রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ আর্টস এর পরিষদের সদস্য ছিলেন । তিনি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস চেয়ারম্যানও ছিলেন । তিনি প্রতিভামান লেখকও ছিলেন । বেশ কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছিলেন । ভারতীয় ইতিহাস বিষয়েও লিখেছিলেন মোরল্যাণ্ডের সঙ্গে 'শর্ট হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া' তাছাড়া তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল 'নোটস অন দি ইণ্ডাস্ট্রিজ অফ দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস', 'নিউ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি গ্রন্থ । ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে তাঁর প্রাথমিক প্রশাসনিক অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জীকে ১৯১৯ সালে জন্মদিনে কম্প্যানিয়ন অফ দ্য অর্ডার অফ দ্যা ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার (সিআইই) উপাধিতে ভূষিত করা হয় । এছাড়া অন্যান্য সম্মানে ভূষিত হয়েছেন (কেসিএসআই)।

১৯০৯ সালে মর্লে-মিণ্টো সংস্কার আইন ভারতীদের খুশি করতে পারে নি । পরবর্তী প্রায় এক দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায় । এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯১৯ সালে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার নামে নতুন আইন প্রণয়ণ করে । এই আইনের প্রশাসনিক প্রস্তুতিতে অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জী অবদান রেখে ছিলেন । তিনি খাল সেচের মতো পরিপূরক উন্নয়নের ওপর আলোকপাত করেছেন । ১৯৩২ সালে অটোয়াতে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সম্মেলনে অতুলচন্দ্র ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ।

প্রশাসক হিসাবে অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জীর অভিজ্ঞতা এবং কূটনৈতিক দক্ষতা অত্যন্ত সমাদৃত ছিল এবং তাঁকে প্রদত্ত সম্মান সমূহে তা প্রতিফলিত হয়ে ছিল । মণ্ট্রিয়ল গেজেটে তাদের ১৯৩২ সালের ৪ জুলাই সংখ্যায় অতুলচন্দ্রকে তহিন্দু বংশোদ্ভূত অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়কদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন । ভারত স্বাধীন হওয়ার পর অতুলচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে থেকে যান এবং ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বরে সাসেক্সে তাঁর মৃত্যু হয় ।

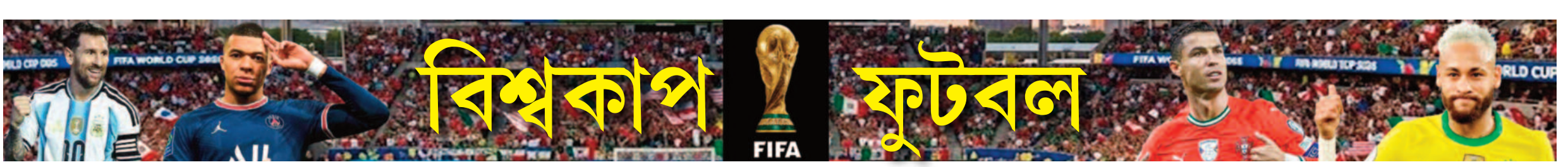


# দেম্বেলের হ্যাটট্রিকে উড়ে গেল নরওয়ে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অনেকেই ভেবেছিলেন বড় মঞ্চে আবারও হারিয়ে যাবেন উসমান দেম্বেলে। কিন্তু নরওয়ের বিপক্ষে তিনি ফিরলেন রাজকীয়ভাবে। মাত্র ৩২ মিনিটে হ্যাটট্রিক করে ফ্রান্সকে দাপুটে জয় এনে দেওয়ার পাশাপাশি বিশ্বকাপের গত ৭২ বছরের দ্রুততম হ্যাটট্রিকের নজির গড়লেন তিনি।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল ফ্রান্স। ৭ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপের নিখুঁত পাস ধরে বাঁ পায়ের জোরালো শটে প্রথম গোল করেন দেম্বেলে। ২০ মিনিটে আবারও এমবাপের আড়াআড়ি পাস পেয়ে বাঁ প্রান্ত থেকে ভেতরে ঢুকে দূরপাল্লার বাঁকানো শটে নরওয়ের জালে বল জড়ান তিনি। ৩২ মিনিটে বক্সের মধ্যে ডিফেন্ডারদের কাটিয়ে বাঁ পায়ের দুর্দান্ত ফিনিশে পূর্ণ হয় তাঁর হ্যাটট্রিক। এই ৩ গোলের মাধ্যমে দেম্বেলে বিশ্বকাপের ইতিহাসে ব্যালন ডি'অরজয়ী হিসেবে হ্যাটট্রিক করা চতুর্থ ফুটবলার হলেন। এর আগে ইউসেবিও, কার্ল-হাইনৎস রুমেনিগে এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এই কীর্তি গড়েছিলেন। প্রথমার্ধেই হ্যাটট্রিক করার ঘটনাও বিশ্বকাপে দীর্ঘ ৩২ বছর পর দেখা গেল। এর আগে ১৯৯৪ সালে ওলেগ সালেঙ্কো প্রথমার্ধে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। দেম্বেলের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ থিয়েরি অঁরি বলেন, বিশ্বমানের খেলোয়াড়রা নিজেরাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। নরওয়ের বিপক্ষে দেম্বেলের ফুটবলও ছিল শিল্পের নিদর্শন। ডান প্রান্ত থেকে গতি, ড্রিবলিং, কাট ইন এবং বাঁ পায়ের নিখুঁত ফিনিশে তিনি বারবার রক্ষণভাগকে অসহায় করে তোলেন।

ম্যাচ শেষে অবশ্য ব্যক্তিগত রেকর্ড নিয়ে খুব একটা উচ্ছ্বসিত ছিলেন না দেম্বেলে। তাঁর মতে, ইরাক ও সেনেগালের বিপক্ষে নিজের সামগ্রিক পারফরম্যান্সই বেশি ভালো ছিল। তবে পরিসংখ্যান অন্য কথাই বলছে। বিশ্বকাপের ইতিহাসে গত ৭২ বছরের দ্রুততম হ্যাটট্রিক এখন তাঁর দখলে। এমবাপের সঙ্গে সমান ৪ গোল নিয়ে তিনি এখন ফ্রান্সের অন্যতম বড় ভরসা। শেষ ৩২ দলের রাউন্ডে এই জুটি যে প্রতিপক্ষের জন্য বড় আতঙ্ক হয়ে উঠবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

# নিউ জিল্যান্ডকে ৫ গোল, গ্রুপসেরা হয়েই নকআউটে বেলজিয়াম

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে দাপুটে ফুটবল উপহার দিল বেলজিয়াম। ভ্যাঙ্কুভারে নিউজিল্যান্ডকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করে শুধু নকআউট নিশ্চিতই করেনি, গোল ব্যবধানেও গ্রুপের সেরা দল হিসেবে শেষ ৩২-এ উঠেছে ইউরোপের শক্তিশালী দলটি।

প্রথমার্ধ শেষে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল বেলজিয়াম। তবে বিরতির পর ম্যাচ পুরোপুরি নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় তারা। সমতা ফেরানোর মরিয়া চেষ্টায় আক্রমণে ওঠা নিউজিল্যান্ডের রক্ষণে একের পর এক ফাঁক তৈরি হয়, আর সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যবধান বাড়িয়ে দেয় বেলজিয়াম।

নিউজিল্যান্ডের হয়ে একমাত্র সান্ত্বনার গোলটি করেন এলিজা জাস্ট। কিন্তু তাঁর সেই গোলও দলের বড় পরাজয় ঠেকাতে পারেনি। ম্যাচের শেষ দিকে বদলি হিসেবে নেমে রোমেলু লুকাকু দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেন। মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে ১ গোল করার পাশাপাশি ১টি গোলে সহায়তা করে দলের বড় জয় নিশ্চিত করেন তিনি।

শেষ বাঁশি বাজার সময় স্কোরবোর্ডে ছিল ৫-১। এই জয়ে বেলজিয়াম গ্রুপসেরা হয়ে শেষ ৩২-এ জায়গা করে নিয়েছে। নকআউট পর্বে তাদের প্রতিপক্ষ হবে তৃতীয় হওয়া সেরা দলগুলোর একটি। অন্যদিকে গ্রুপের রানার্সআপ মিশর শেষ ৩২-এ খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। বড় হারে গ্রুপের তলানিতে থেকেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে নিউজিল্যান্ডকে।

# ইরানের ভাগ্য এখন ঝুলে অন্যদের হাতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মিশরের বিপক্ষে জয়ের খুব কাছে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ১-১ গোলে ড্র করল ইরান। যোগ করা সময়ে শোজায়ে খলিলজাদেহর করা গোল ভিএআরে অফসাইড ধরা পড়ায় বাতিল হয়ে যায়। ফলে শেষ ৩২ দলের আশা এখনও বেঁচে থাকলেও নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা আর নেই ইরানের হাতে।

ম্যাচের শুরু থেকেই চাপে পড়ে ইরান। ৫ মিনিটেই মহম্মদ সালাহর দারুণ আক্রমণ থেকে তৈরি হওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে মাহমুদ সাবের শট নেন। খুব জোরালো না হলেও আলীরেজা বেইরানভান্দের হাত ফসকে বল জালে জড়িয়ে যায়। তাতেই ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় মিশর।

গোল হজমের পর দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে ইরান। মেহদি তারেমি পেনাল্টি আদায় করলেও সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। তাঁর নেওয়া শট দুর্দান্ত দক্ষতায় রুখে দেন মিশরের গোলরক্ষক মোস্তফা শোবের। তবে হতাশা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ১৪ মিনিটে রামিন রেজাইয়ান অসাধারণ এক গোল করে ইরানকে ১-১ সমতায় ফেরান।

এরপর দুই দলই বেশ কিছু আক্রমণ গড়লেও আর গোলের দেখা পায়নি। ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে নাটকীয়তা চরমে ওঠে। যোগ করা সময়ে প্রথমে তারেমির হেড ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। এরপর ৯৩ মিনিটে বক্সের ভেতরে বল পেয়ে জালে পাঠান শোজায়ে খলিলজাদেহ। ইরানের ফুটবলাররা তখন জয় উদ্‌যাপনে মেতে ওঠেন। কিন্তু ভিএআরের পর দেখা যায়, খলিলজাদেহ সামান্য ব্যবধানে অফসাইডে ছিলেন। ফলে গোল বাতিল হয়ে যায়।

এই ড্রয়ে মিশর ৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে নকআউটে উঠেছে। ইরানের সংগ্রহ ৩ পয়েন্ট।

শেষ ৩২ দলে যেতে হলে এখন আলজেরিয়া-অস্ট্রিয়া ম্যাচ ড্র হতে হবে, ডিআর কঙ্গোর কাছে উজবেকিস্তানকে হারতে হবে এবং ঘানার বিপক্ষে ক্রোয়েশিয়াকে অন্তত ১ পয়েন্ট পেতে হবে। এই ৩ সমীকরণ মিললেই কেবল নকআউটে ওঠার স্বপ্ন বাঁচবে ইরানের।